সূরা আল-হিজর:৩য় রুকুঃ আয়াত সংখ্যাঃ(২৬-৪৪)

Sisters'Forum In Islam.com

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَ لَقَدۡ خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ مِنۡ صَلۡصَالٍ مِّنۡ حَمَاٍ مَّسۡنُوۡنٍ ২৬ : ১৫

২৬. আর অবশ্যই আমরা মানুষ সৃষ্টি করেছি গন্ধযুক্ত কাদার শুষ্ক ঠনঠনে কালচে মাটি হতে,

'আদম' (آدَم) একটি আরবি শব্দ, যার মূল অর্থ 'জমিনের উপরিভাগ', 'মাটি' বা 'রং'। ইসলামি অনুশাসন এবং হিব্রু বা সেমিটিক ভাষার ইতিহাস অনুযায়ী এই শব্দটির কয়েকটি চমৎকার অর্থ ও তাৎপর্য রয়েছে:

মাটি বা ভূত্বক থেকে সৃষ্ট: শব্দটি আরবি 'আদামাহ' (أَدَمَة) থেকে এসেছে, যার অর্থ 'জমিনের উপরিভাগ' বা 'মাটি'। যেহেতু আদি মানব হযরত আদম (আ.)-কে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মাটি একত্রিত করে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তাই তাঁর নাম রাখা হয় 'আদম'।

মানবজাতি: সাধারণ অর্থে 'আদম' বলতে মানবজাতিকে বোঝায়। আমরা সবাই তাঁর সন্তান বলেই আমাদের 'বনি আদম' বা 'আদম সন্তান' বলা হয়।

অনুকরণীয় বা দলনেতা: কিছু ভাষাবিদের মতে, এর আরেকটি অর্থ হতে পারে এমন ব্যক্তিত্ব যিনি অন্যদের জন্য আদর্শ বা অনুকরণীয়।

আবু মূসা আশ' আরী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন : আল্লাহ তা' আলা আদম (আ)-কে সমগ্র পৃথিবী থেকে সংগৃহীত এক মুঠো মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেন। তাই মাটি অনুপাতে আদমের সন্তানদের কেউ হয় সাদা, কেউ হয় গৌরবর্ণ, কেউ হয় কালো, কেউ মাঝামাঝি বর্ণের। আবার কেউ হয় নোংরা, কেউ হয় পরিচ্ছন্ন, কেউ হয় কোমল, কেউ হয় পাষাণ, কেউ বা এগুলোর মাঝামাঝি। ঈষৎ শাব্দিক পার্থক্যসহ তিনি ভিন্ন সূত্রে উক্ত হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আবু দাউদ, তিরমিয়ী এবং ইব্‌ন হিব্বান (র) আবু মূসা আশ' আরী (রা) যার আসল নাম আবদুল্লাহ ইব্‌ন কায়েস (রা) সূত্রে অনুরূপ বর্ণনা করেন। ইমাম তিরমিয়ী (র) হাদীসটি হাসান সহীহ বলে মন্তব্য করেছেন।

মাটিতে বিভিন্নতা রয়েছে, যা মূলত মানুষের প্রকৃতির বহিঃপ্রকাশ। নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নের বাণীতে তারই বর্ণনা দিয়েছেন:

«إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ آدَمَ مِنْ قَبْضَةٍ قَبَضَهَا مِنْ جَمِيعِ الْأَرْضِ، فَجَاءَ بَنُو آدَمَ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ، فَجَاءَ مِنْهُمُ الْأَحْمَرُ وَالْأَبْيَضُ وَالْأَسْوَدُ، وَبَيْنَ ذَلِكَ، وَالسَّهْلُ وَالْحَزْنُ وَالْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ»

“নিশ্চয় আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছেন এক মুষ্টি থেকে, যা তিনি সমগ্র জমিন থেকে গ্রহণ করেছেন, ফলে বনু আদম জমিনের প্রকৃতি মোতাবেক সৃষ্টি হয়েছে। তাদের কেউ লাল, কেউ সাদা, কেউ কালো এবং কেউ মাঝামাঝি বর্ণের। কেউ নরম, কেউ কঠোর, কেউ খারাপ ও কেউ ভালো... তিরমিযী, হাদীস নং ২৯৫৫; আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৬৯৩। ইমাম তিরমিযী ও শাইখ আলবানী হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

মাটির বিভিন্ন অবস্থার কারণে বিভিন্ন নামে নামকরণ হয়ে থাকে।

শুকনো মাটিকে تراب, ভিজে মাটিকে طين, দুর্গন্ধযুক্ত পচা কাদা মাটিকে حمأ مسنون বলা হয়। যেমন তা শুকিয়ে গিয়ে তা থেকে ঠনঠন্ শব্দ বের হলে তাকে صلصال এবং আগুনে পোড়ালে فخَّار বলা হয়।

কুরআন বলছে, সরাসরি মৃত্তিকার উপাদান থেকে তার সৃষ্টিকর্ম শুরু হয়। صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ (শুকনো ঠন্ঠনে পঁচা মাটি) শব্দাবলীর মাধ্যমে একথা ব্যক্ত করা হয়েছে।

حَمَإٍ বলতে আরবী ভাষায় এমন ধরনের কালো কাদা মাটিকে বুঝায় যার মধ্যে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়ে গেছে, যাকে আমরা নিজেদের ভাষায় পংক বা পাঁক বলে থাকি অথবা অন্য কথায় বলা যায়, যা মাটির গোলা বা মণ্ড হয়ে গেছে।

مَسْنُونٍ শব্দের দুই অর্থ হয়। একটি অর্থ, পরিবর্তিত, অর্থাৎ এমন পচা, যার মধ্যে পচন ধরার ফলে চক্‌চকে ও তেলতেলে ভাব সৃষ্টি হয়ে গেছে। আর দ্বিতীয় অর্থ, চিত্রিত। অর্থাৎ যা একটা নির্দিষ্ট আকৃতি ও কাঠামোতে রূপান্তরিত হয়েছে।

صَلْصَالٍ বলা হয় এমন পচা কাদাকে যা শুকিয়ে যাওয়ার পর ঠন্ঠন্ করে বাজে। এ শব্দাবলী থেকে পরিষ্কার জানা যাচ্ছে যে, গাঁজানো কাদা মাটির গোলা বা মণ্ড থেকে প্রথমে একটি পুতুল বানানো হয় এবং পুতুলটি তৈরী হবার পর যখন শুকিয়ে যায় তখন তার মধ্যে প্রাণ ফুঁকে দেয়া হয়।

এখানে মহান আল্লাহ মানুষের সৃষ্টির কথা যেভাবে বর্ণনা করেছেন তাতে মনে হয় যে, আদমের দেহ প্রথমে দুর্গন্ধযুক্ত কাদামাটি দিয়ে তৈরী করেছিলেন এবং যখন তা শুকিয়ে তা থেকে ঠনঠন্ শব্দ বের হতে শুরু করল, তখন তার মধ্যে জীবন দান করেছিলেন। এই صلصال কে কুরআনের অন্যত্র كالفخّار বলা হয়েছে। (সূরা রাহমান ১৪ আয়াত দ্রঃ)

প্রথম মানব কি দিয়ে বানানো হয়েছেঃ

বিশ্ব ইতিহাসে প্রথম মানুষ ও প্রথম নবী হিসাবে আল্লাহ পাক আদম (আলাইহিস সালাম)-কে নিজ দু’ হাত দ্বারা সরাসরি সৃষ্টি করেন । মাটির সকল উপাদানের সার-নির্যাস একত্রিত করে আঠালো ও পোড়ামাটির ন্যায় শুষ্ক মাটির তৈরী সুন্দরতম অবয়বে রূহ ফুঁকে দিয়ে আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছেন।

আয়াত: أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ [1]

উচ্চারণ: আওয়ালাম ইয়ারাল্লাযীনা কাফারূ আন্নাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা কানাতা রাতকান ফাফাতাকনাহুমা ওয়া জাআলনা মিনাল মা-ই কুল্লা শাইয়িন হাইয়িন আফালা ইউমিনূন।

"অবিশ্বাসীরা কি ভেবে দেখে না যে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী একসঙ্গে মিলিত ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং প্রত্যেক সজীব বস্তুকে পানি থেকে সৃষ্টি করলাম? তবুও কি তারা বিশ্বাস করবে না?

আর প্রাণবান সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলাম পানি থেকে’ (সুরা আম্বিয়া: ৩০)।

আদম এর মূল উপাদান হল মাটি, তাই তাকে ‘আদম’ বলা হয়।

পক্ষান্তরে হাওয়ার মূল হলেন আদম, যিনি তখন জীবন্ত ব্যক্তি। তাই তাকে ‘হাওয়া’ বলা হয়, যা ‘হাই (জীবন্ত) থেকে উৎপন্ন (কুরতুবী), আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ১/৬২ পৃঃ।

মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন-

قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ ۖ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ

উচ্চারণ: ক্বলা ইয়া ইবলীসু মা মানা ‘আকা আন তাসজুদা লিমা খালাক্বতু বিয়াদায়্যা, আসতাকবারতা আম কুনতা মিনাল ‘আালীন।

রব বললেন, “ হে ইবলিস! আমি আমার দু’ হাত দিয়ে যাকে তৈরি করেছি তাকে সিজদা করতে তোকে কিসে বাধা দিয়েছে? তুই কি অহংকার করছিস, না তুই কিছু উচ্চ মর্যাদার অধিকারী?” ছোয়াদঃ৭৫)

কিয়ামতের দিন মানুষেরা যখন তাদের পিতা আদমের নিকট সুপারিশের জন্য আসবে, যেন আল্লাহ তাদের বিচারকার্য আরম্ভ করেন, তখন তারা বলবে:

“হে আদম, আপনি মানব জাতির পিতা, আপনাকে আল্লাহ নিজ হাতে সৃষ্টি করেছেন এবং তার পক্ষ থেকে আপনার মাঝে রূহ সঞ্চার করেছেন। তিনি ফিরিশতাদের নির্দেশ করেছেন, ফলে তারা আপনাকে সাজদাহ করেছে, তিনি আপনাকে জান্নাতে আবাস্থল দিয়েছেন, আপনি কি আমাদের জন্য আপনার রবের নিকট সুপারিশ করবেন না, আপনি কি দেখছেন না আমরা কিসে আছি এবং আমাদের কিসে স্পর্শ করেছে। সহীহ বুখারীঃ ৩৩৪০; সহীহ মুসলিমঃ১৯৬)

আমি মানুষকে তৈরী করেছি মাটির উপাদান থেকে, মুমিনূনঃ ১২;

এখন এদেরকে জিজ্ঞেস করো, এদের সৃষ্টি বেশী কঠিন, না আমি যে জিনিসগুলো সৃষ্টি করে রেখেছি সেগুলোর? এদেরকে তো আমি সৃষ্টি করেছি আঠাল কাঁদামাটি দিয়ে৷ সাফফাতঃ ১১

মাটির শুকনো ঢিলের মত পচা কাঁদা থেকে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন৷ সূরা আর রহমানঃ ১৪

لَقَدۡ خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ فِیۡۤ اَحۡسَنِ تَقۡوِیۡمٍ

আমি মানুষকে পয়দা করেছি সর্বোত্তম কাঠামোয় । ত্বীন-৪

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ — تَقْوِيمٍ-এর শাব্দিক অর্থ কোন কিছুর অবয়ব ও ভিত্তিকে ঠিক করা।

أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

এর উদ্দেশ্য এই যে, তার মজ্জা ও স্বভাবকেও অন্যান্য সৃষ্ট জীবের তুলনায় উত্তম করা হয়েছে এবং তার দৈহিক অবয়ব এবং আকার-আকৃতিকেও দুনিয়ার সব প্রাণী অপেক্ষা সুন্দরতম করা হয়েছে।

সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে মানুষ সর্বাধিক সুন্দর : মানুষকে আল্লাহ্ তা' আলা সমস্ত সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর করেছেন। ইবনে আরাবী বলেন : আল্লাহর সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে মানুষ অপেক্ষা সুন্দর কেউ নেই। কেননা, আল্লাহ্ তা' আলা তাকে জ্ঞানী, শক্তিমান, বক্তা, শ্রোতা, দ্রষ্টা, কুশলী এবং প্রজ্ঞাবান করেছেন। এগুলো প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা' আলার গুণাবলী।

আল্লাহ তাআলা আদমকে তার আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন। এটি একটি ছহীহ হাদীছ। আবূ হুরায়রা রযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ তার অন্য ভাইয়ের সাথে মারামারি করে, তখন সে যেন তার ভাইয়ের মুখমণ্ডলে আঘাত করা হতে বিরত থাকে। কেননা আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালাম-কে তার নিজ আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন (ছহীহ মুসলিম, হা/২৬১২) মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ, মিশকাত হা/২৮৪৬)। এটি মুতাশাবিহ এর অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর প্রকৃত অর্থ আল্লাহই ভালো জানে। অন্যে পক্ষে এটি জানা সম্ভব নয়। তবে আমাদের সালাফদের কারো কারো মতে, এখানে صورة শব্দের অর্থ হলো গুণাবলি। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা আদম আলাইহিস সালাম-কে তার নিজের গুণাবলিতে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ তাআলা যেমন শুনেন, দেখেন এবং যখন ইচ্ছা কথা বলেন, ঠিক আদমকেও সেভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে। আদম আলাইহিস সালামও দেখেন, শুনেন এবং যখন ইচ্ছা কথা বলেন। আল্লাহ তাআলার মুখমন্ডল আছে, আদম আলাইহিস সালাম-এরও মুখমন্ডল আছে। তবে আল্লাহর দেখা, শুনা ও কথা বলার ধরণ আদম আলাইহিস সালাম -এর দেখা, শুনা ও কথা বলার মতো নয়। কেননা কোন কিছুই আল্লাহর সদৃশ নয় (আশ-শুরা, ৪২/১১)। বরং আল্লাহর গুণাবলি তার মর্যাদা ও মহত্বের জন্য যেমনটি মানায় তেমনই।

আদম আঃ এর দৈর্ঘ্য ছিল ৬০ হাত, বুখারী শরীফঃ ৬২২৭

আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আল্লাহ তা' আলা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করলেন। তাঁর দেহের দৈর্ঘ্য ছিল ষাট হাত। অতঃপর তিনি (আল্লাহ) তাঁকে (আদমকে) বললেন, যাও। ঐ ফেরেশতা দলের প্রতি সালাম কর এবং তাঁরা তোমার সালামের জওয়াব কিভাবে দেয় তা মনোযোগ দিয়ে শোন। কারণ সেটাই হবে তোমার এবং তোমার সন্তানদের সালামের রীতি। অতঃপর আদম (আঃ) (ফেরেশতাদের) বললেন, ''আস্সালামু 'আলাইকুম' ' । ফেরেশতামন্ডলী তার উত্তরে ''আস-সালামু 'আলাইকা ওয়া রহমাতুল্লাহ' ' বললেন। ফেরেশতারা সালামের জওয়াবে ''ওয়া রহমাতুল্লাহ' ' শব্দটি বাড়িয়ে বললেন। যারা জান্নাতে প্রবেশ করবেন তারা আদম (আঃ)-এর আকৃতি বিশিষ্ট হবেন। তবে আদম সন্তানের দেহের দৈর্ঘ্য সর্বদা কমতে কমতে বর্তমান পরিমাপে এসেছে। সহীহ বুখারী: ৩৩২৬ (তাওহীদ পাবলিকেশন), অধ্যায়: 'আম্বিয়া কিরাম (আঃ)' বা নবীদের কাহিনী। এছাড়াও বুখারীর ৬২২৭ নম্বর হাদীসেও (ইসলামিক ফাউন্ডেশন: ৫৭৭৮) এটি বর্ণিত হয়েছে

আদম (আঃ) সৃষ্টির উপকরনঃ

আল্লাহ প্রথম আদমের অবয়ব সৃষ্টির উপকরণ হিসেবে মাটি ব্যবহার করেন।

****** সামগ্রিকভাবে প্রাণীকূল সৃষ্টির মূল উপাদান হচ্ছে পানি। এর সমর্থনে সূরা নূর এর ৪৫ আয়াতে প্রত্যাদেশ হয়েছে,

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِن مَّاءٍ 'আল্লাহ প্রত্যেক চলন্ত জীবকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন' । সূরা নূরঃ ৪৫

সূরা আন-নূরের ৪৫ নম্বর আয়াতের এই অংশটি আধুনিক বিজ্ঞানের অন্যতম বড় একটি সত্যকে ১৪০০ বছর আগেই উন্মোচন করেছে। জীববিজ্ঞানের (Biology) মতে, প্রতিটি জীবিত কোষে পানির পরিমাণ ৭০% থেকে ৯০% পর্যন্ত হয়ে থাকে এবং প্রোটোপ্লাজমের মূল উপাদানই হলো পানি। এছাড়া পৃথিবীর প্রথম প্রাণের বিকাশও ঘটেছিল পানিতে।

যেহেতু সকল জীব বা প্রাণী সৃষ্টির মূল উপাদান পানি। সুতরাং মানব সৃষ্টির ক্ষেত্রেও পানির গুরুত্ব অপরিসীম। অর্থাৎ মানব সৃষ্টির মূল উপাদান মাটি, অতঃপর পানি। সূরা ফুরক্বান এর ৫৪ নং আয়াতে অবতীর্ণ হয়েছে,

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَاء بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْراً-

'তিনিই পানি থেকে মানবকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তাকে রক্তগত বংশ ও বৈবাহিক সম্পর্কশীল করেছেন। তোমার পালনকর্তা সবকিছু করতে সক্ষম' । সূরা ফুরক্বানঃ ৫৪

<u>হযরত আদম (আ.) কে সৃষ্টির ধারাবাহিক পর্যায় পাওয়া যায়।</u> যেমন:

১. প্রথম পর্যায় মাটি- কুরআন বলছে হযরত আদম (আ.) কে সৃষ্টি করা হেয়েছে মাটি থেকে।

وَ اِذْ قَالَ رَبُّکَ لِلْمَلٰٓئِکَۃِ اِنِّیۡ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنۡ صَلۡصَالٍ مِّنۡ حَمَاٍ مَّسۡنُوۡنٍ

স্মরণ কর; যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদেরকে বললেন, 'আমি কালো পচা শুষ্ক ঠনঠনে মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করব। সুরা হিজর-২৮

২. দ্বিতীয় পর্যায় ত্বীন বা খামীর- যা মাটির সাথে পানি মিশিয়ে বানানো হয়। সূরা সিজদার ৭নং আয়াতে বলা হয়েছে:

وَ بَدَاَ خَلۡقَ الۡاِنۡسَانِ مِنۡ طِیۡنٍ

কাদা হতে মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন। সূরা সিজদারঃ ৭

এখানে طِیۡنٍ শব্দটি অর্থ, আল মুজামুল ওয়াফী ডিকশনারি অনুযায়ী, কাদা মাটি, নরম মাটি, কর্দম

৩. তৃতীয় পর্যায়- ত্বীনে লাসিব বা আঠাযুক্ত খামীর, যে খামীর অনেক দিন পড়ে থাকার ফলে আঠা সৃষ্টি হয়েছে। আল্লাহ বলেন: সুরা সাফফাত আয়াত নং -১১

اِنَّا خَلَقۡنٰهُمۡ مِّنۡ طِیۡنٍ لَّازِبٍ

নিশ্চয় আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি আঠালো মাটি থেকে। সুরা সাফফাতঃ১১

এখানে لَّازِبٍ শব্দটি অর্থ, আল মুজামুল ওয়াফী ডিকশনারি অনুযায়ী, আঠার মত লেগে থাকে এমন, আঠালো

৪. চতুর্থ পর্যায়- হামায়িন মাসনূন অর্থাৎ ঐ খামীর যাতে গন্ধ সৃষ্টি হয়ে থাকে। আল্লাহ বলেন: সুরা হিজর আয়াত নং -২৬

وَ لَقَدۡ خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ مِنۡ صَلۡصَالٍ مِّنۡ حَمَاٍ مَّسۡنُوۡنٍ

নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি কালো পচা শুষ্ক ঠনঠনে ও দুর্গন্ধযুক্ত কাদামাটি হতে. সুরা হিজর-২৬

এখানে مَّسۡنُوۡنٍ শব্দটি অর্থ, আল মুজামুল ওয়াফী ডিকশনারি অনুযায়ী, দুর্গন্ধযুক্ত কাদামাটি

৫. পঞ্চম পর্যায়- ঐ খামীর যা গন্ধযুক্ত হওয়ার পর আদম আঃ কে বানিয়ে শুকিয়ে পোক্ত করা হয়েছে। সূরা আল হিজরের ২৬ নং আয়াতে বলা হয়েছে:

وَ لَقَدۡ خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ مِنۡ صَلۡصَالٍ مِّنۡ حَمَاٍ مَّسۡنُوۡنٍ

নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি কালো পচা শুষ্ক ঠনঠনে ও দুর্গন্ধযুক্ত কাদামাটি হতে. আল হিজর: ২৬

এখানে صَلۡصَالٍ শব্দটি অর্থ, আল মুজামুল ওয়াফী ডিকশনারি অনুযায়ী, ঠনঠনে মাটি, শুকনো মাটি

৬. ষষ্ঠ পর্যায়- 'বাশার' বা মাটির চূড়ান্ত অবস্থা যাতে আল্লাহ রূহ প্রবিষ্ট করেছেন। (সূরা ছোয়াদ, আয়াত ৭২

فَاِذَا سَوَّیۡتُهٗ وَ نَفَخۡتُ فِیۡهِ مِنۡ رُّوۡحِیۡ فَقَعُوۡا لَهٗ سٰجِدِیۡنَ

অতঃপর যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হয়ো. ছোয়াদ: ৭২

وَ الۡجَآنَّ خَلَقۡنٰهُ مِنۡ قَبۡلُ مِنۡ نَّارِ السَّمُوۡمِ ২৭ : ১৫

(২৭) আর এর পূর্বে জীনকে সৃষ্টি করেছি ধূম্রহীন বিশুদ্ধ অগ্নি হতে।

পবিত্র কুরআন এবং সহীহ হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী, জ্বীন জাতিকে মানুষের পূর্বে অত্যন্ত প্রখর ও ধোঁয়ামুক্ত আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ইসলামী আকীদা অনুযায়ী, মানুষের মতো জ্বীনদেরও স্বাধীন ইচ্ছা ও বুদ্ধি দেওয়া হয়েছে এবং তাদের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য আল্লাহর ইবাদত করা।

وَخَلَقَ ٱلْجَآنَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ

"এবং তিনি জ্বীনকে সৃষ্টি করেছেন ধোঁয়াবিহীন আগুনের শিখা থেকে। সূরা আর-রহমান ১৫

مارج (মারিজ)এর অর্থ অগ্নিশিখা। জিন সৃষ্টির প্রধান উপাদান অগ্নিশিখা, যেমন মানব সৃষ্টির প্রধান উপাদান মৃত্তিকা। نار অর্থ এক বিশেষ ধরনের আগুন। কাঠ বা কয়লা জ্বালালে যে আগুন সৃষ্টি হয় এটা সে আগুন নয়। আর অর্থ ধোঁয়াবিহীন শিখা। [কুরতুবী; ফাতহুল কাদীর]

سَّمُومِ (সামুম) বলা হয় গরম বাতাসকে। আর আগুনকে সামুমের সাথে সংযুক্ত করার ফলে এর অর্থ আগুনের পরিবর্তে হয় প্রখর উত্তাপ। কুরআনের যেসব জায়গায় জিনকে আগুন থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে এ আয়াত থেকে তার সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা হয়ে যায়।

"ফেরেশতাদের সৃষ্টি করা হয়েছে নূর (আলো) থেকে, জ্বীনদের সৃষ্টি করা হয়েছে ধোঁয়াবিহীন আগুন থেকে এবং আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে সেই উপাদান (মাটি) থেকে যার বর্ণনা তোমাদের দেওয়া হয়েছে।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নম্বর ২৯৯৬)

প্রথম মানুষকে যেভাবে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তারপর সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করার সময় তার মাটির সত্তা অস্থি-মাংসে তৈরী জীবন্ত মানুষের আকৃতি লাভ করেছে এবং পরবর্তী সময়ে শুক্রের সাহায্যে তার বংশধারা চালু আছে।

অনুরূপ প্রথম জিনকে নিছক আগুনের শিখা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং তার বংশধরদের থেকে পরবর্তী সময়ে জিনদের অধস্তন বংশধররা সৃষ্টি হয়ে চলেছে। মানব জাতির জন্য আদমের মর্যাদা যা, জ্বীন জাতির জন্য সেই প্রথম জিনের মর্যাদাও তাই।

জীবন্ত মানুষ হয়ে যাওয়ার পর হযরত আদম এবং তার বংশ থেকে জন্ম লাভকারী মানুষের দেহের সেই মাটির সাথে যেমন কোন মিল থাকলো না যে মাটি দ্বারা তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। যদিও এখনো আমাদের দেহে পুরোটাই মাটির অংশ দ্বারাই গঠিত। কিন্তু মাটির ঐ সব অংশ রক্ত-মাংসে রূপান্তরিত হয়েছে এবং প্রাণ সঞ্চরিত হওয়ার পর তা শুধু মাটির দেহ না থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিসে রূপান্তরিত হয়েছে।

জিনদের ব্যাপারটিও তাই। তাদের সত্তাও মূলত আগুনের সত্তা। কিন্তু আমরা যেমন মাটির স্তূপ নই, অনূরূপ তারাও শুধু অগ্নি শিখা নয়।

এ আয়াত থেকে দু' টি বিষয় জানা যায়ঃ এক, জিনেরা, নিছক আত্মিক সত্তা নয়, বরং তাদেরও এক ধরনের জড় দেহ আছে। তবে তা যেহেতু নিরেট আগুনের উপাদানে গঠিত তাই তারা মাটির উপাদানে গঠিত মানুষের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। নীচে বর্ণিত এ আয়াতটি এ বিষয়ের প্রতিই ইঙ্গিত করেঃ

إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ

"শয়তান ও তার দলবল এমন অবস্থান থেকে তোমাদের দেখছে যেখানে তোমরা তাদের দেখতে পাও না" (আল আ' রাফ-২৭)।

অনুরূপভাবে জিনদের দ্রুত গতিসম্পন্ন হওয়া, অতি সহজেই বিভিন্ন আকার-আকৃতি গ্রহণ করা এবং যেখানে মাটির উপাদানে গঠিত বস্তুসমূহ প্রবেশ করতে পারে না, কিংবা প্রবেশ করলেও তা অনুভূত হয় বা দৃষ্টি গোচর হয়, সেখানে তাদের প্রবেশ অনুভূত বা দৃষ্টিগোচর না হওয়া-এসবই এ কারণে সম্ভব ও বোধগম্য যে, প্রকৃতই তারা আগুনের সৃষ্টি।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন:"জিনেরা তিন শ্রেণীর হয়ে থাকে:

১. এক শ্রেণী: যাদের ডানা বা পাখা রয়েছে এবং তারা বাতাসে উড়ে বেড়ায়।

২. অন্য শ্রেণী: যারা সাপ ও কুকুরের রূপ ধারণ করে থাকে (বা এই আকৃতিতে ঘোরে)।

৩. আরেক শ্রেণী: যারা মানুষের মতো যাযাবর (এক স্থানে বসবাস করে, আবার অন্য স্থানে পরিভ্রমণ করে)"। মুসতাদরাকে হাকিম (হাদীস নম্বর ৩৭০২) গ্রন্থে এটি বর্ণিত হয়েছে এবং ইমাম আলবানী (রহ.) তাঁর সহীহ জামে আস-সাগীর (হাদীস নম্বর ৩১১৪) গ্রন্থে এটিকে সহীহ (বিশুদ্ধ) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।

وَ اِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلٰٓئِكَۃِ اِنِّیۡ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنۡ صَلۡصَالٍ مِّنۡ حَمَاٍ مَّسۡنُوۡنٍ ১৫ : ২৮

(২৮) স্মরণ কর; যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদেরকে বললেন, ‘আমি কালো পচা শুষ্ক ঠনঠনে মাটি হতে মানুষ সৃষ্টি করব।

فَاِذَا سَوَّیۡتُهٗ وَ نَفَخۡتُ فِیۡهِ مِنۡ رُّوۡحِیۡ فَقَعُوۡا لَهٗ سٰجِدِیۡنَ ১৫ : ২৯

(২৯) যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হয়ো।’

فَسَجَدَ الۡمَلٰٓئِكَۃُ كُلُّهُمۡ اَجۡمَعُوۡنَ ১৫ : ৩০

(৩০) তখন ফিরিশতাগণ সবাই একত্রে সিজদা করল।

اِلَّاۤ اِبۡلِیۡسَ ؕ اَبٰۤی اَنۡ یَّكُوۡنَ مَعَ السّٰجِدِیۡنَ ১৫ : ৩১

(৩১) কিন্তু ইবলীস করল না। সে সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করল।

মহান আল্লাহ ফিরেশতাদের বলেছিলেন,মানুষ সৃষ্টির কথা। যেমন-

وَاِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىۡ جَاعِلٌ فِى الۡاَرۡضِ خَلِيۡفَةً ‌ؕ قَالُوۡٓا اَتَجۡعَلُ فِيۡهَا مَنۡ يُّفۡسِدُ فِيۡهَا وَيَسۡفِكُ الدِّمَآءَۚ وَنَحۡنُ نُسَبِّحُ بِحَمۡدِكَ وَنُقَدِّسُ لَـكَ‌ؕ قَالَ اِنِّىۡٓ اَعۡلَمُ مَا لَا تَعۡلَمُوۡنَ ٣٠

স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক যখন ফেরেশতাদেরকে বললেন, ‘আমি যমীনে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি’ ; তারা বলল, ‘আপনি কি সেখানে এমন কাউকেও পয়দা করবেন যে অশান্তি সৃষ্টি করবে ও রক্তপাত ঘটাবে? আমরাই তো আপনার প্রশংসামূলক তাসবীহ পাঠ ও পবিত্রতা ঘোষণা করি’ । তিনি বললেন, ‘আমি যা জানি, তোমরা তা জান না’ । বাকারাঃ৩০

আল্লাহ তাআলা কেন মানুষকে সৃষ্টি করার আগে ফিরিশতাদের তা জানিয়েছিলেন, সে বিষয়ে পবিত্র কুরআনের তাফসীরবিদগণ (যেমন: ইবনে কাসীর, কুরতুবী) বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ ও রহস্য উল্লেখ করেছেন:

১. পরামর্শ নয়, বরং সৃষ্টির ঘোষণা ও সম্মান প্রদান

আল্লাহ ফিরিশতাদের সাথে কোনো বিষয়ে পরামর্শ বা অনুমতির জন্য এটি বলেননি, কারণ আল্লাহ সব সিদ্ধান্তের উর্ধ্বে। বরং তিনি ফিরিশতাদেরকে তাঁর একটি মহান সৃষ্টির আগমনী বার্তা

জানান। এর মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মানুষের উচ্চ মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব ফিরিশতাদের সামনে তুলে ধরেন।

২. ফিরিশতাদের পরীক্ষা করা

এটি ছিল ফিরিশতাদের আনুগত্য ও বিনয়ের একটি পরীক্ষা। আল্লাহ যখন মানুষকে সিজদা করার নির্দেশ দেবেন, তার আগেই তিনি মানুষকে সৃষ্টির উপাদান (মাটি) ও তার মর্যাদা সম্পর্কে জানিয়ে দেন। ফিরিশতারা আল্লাহর এই সিদ্ধান্তের সামনে পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেন, যা তাদের আনুগত্যের প্রমাণ দেয়।

৩. মানুষকে সৃষ্টির দায়িত্ব ও প্রক্রিয়া শেখানো

আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি (খলিফা) হিসেবে পাঠাতে চেয়েছিলেন। কোনো বড় দায়িত্ব বা গুরুত্বপূর্ণ কাজ শুরুর আগে সেটির ঘোষণা দেওয়া বা তা নিয়ে আলোচনা করা যে একটি উত্তম নিয়ম, আল্লাহ তাঁর কাজের মাধ্যমে ফিরিশতা ও বিশ্ববাসীকে তা শিখিয়েছেন।

৪. মানুষের ভবিষ্যৎ স্বভাব ও গুরুত্ব প্রকাশ করা

ফিরিশতারা যখন আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন যে মানুষ পৃথিবীতে ফাসাদ (দাঙ্গা) ও রক্তপাত ঘটাবে, তখন আল্লাহ বলেছিলেন—"নিশ্চয়ই আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না।" (সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত ৩০)। এর মাধ্যমে আল্লাহ বুঝিয়েছেন যে, মানুষের মধ্যে যেমন খারাপ গুণ থাকবে, তেমনি তাদের মধ্যে নবী, রাসূল, ওলী ও নেককার বান্দারাও থাকবেন, যারা আল্লাহর ইবাদত করবেন।

ফিরিশতারা যখন শুনলেন আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষ বা প্রতিনিধি পাঠাতে যাচ্ছেন, তখন তারা বলেছিলেন: "আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন যে ফাসাদ (দাঙ্গা-হাঙ্গামা) সৃষ্টি করবে এবং রক্তপাত ঘটাবে?" সূরা আল-বাকারাহ আয়াত ৩০।

মানুষ সৃষ্টির আগেই ফিরিশতারা কীভাবে এটি অনুমান করতে পেরেছিলেন, তা নিয়ে তাফসীরবিদগণ (যেমন: ইবনে কাসীর ও কুরতুবী) মূলত তিনটি প্রধান কারণ উল্লেখ করেছেন:

১. জিন জাতির পূর্ব ইতিহাস থেকে ধারণা

মানুষ সৃষ্টির পূর্বে পৃথিবীতে জিন জাতি বসবাস করত। তারা পৃথিবীতে চরম ফাসাদ, অন্যায় এবং রক্তপাত ঘটিয়েছিল। পরবর্তীতে ফিরিশতারা আল্লাহর নির্দেশে তাদের দমন করেন। মানুষের সৃষ্টির কথা শুনে ফিরিশতারা ধারণা করেছিলেন যে, জিনদের মতোই এই নতুন সৃষ্টিও হয়তো পৃথিবীতে একই ধরনের ফাসাদ ও রক্তপাত ঘটাবে।

২. মানুষের সৃষ্টির উপাদান ও স্বভাব

আল্লাহ যখন ফিরিশতাদের জানান যে মানুষকে শুষ্ক ঠনঠনে মাটি ও কাদা থেকে তৈরি করা হবে, তখন ফিরিশতারা মানুষের ভেতরের জৈবিক স্বভাবটি বুঝতে পেরেছিলেন। মাটির তৈরি এই সৃষ্টির মধ্যে রাগ, ক্ষোভ, লোভ, কাম ও লালসার মতো প্রবৃত্তি থাকবে। আর এই প্রবৃত্তিগুলোর কারণেই মানুষ একে অপরের সাথে বিবাদে জড়াবে এবং রক্তপাত ঘটাবে—এটি ফিরিশতারা অনুমান করতে পেরেছিলেন।

৩. আল্লাহর দেওয়া বিশেষ জ্ঞান বা ওহী

অনেক মুফাসসিরের মতে, আল্লাহ যখন মানুষকে 'খলিফা' বা প্রতিনিধি বানানোর ঘোষণা দেন, তখনই ফিরিশতারা বুঝতে পেরেছিলেন যে এই সৃষ্টির বিচারবুদ্ধি ও স্বাধীন ইচ্ছা থাকবে। স্বাধীন ইচ্ছা থাকলে মানুষ অপরাধও করতে পারে। তাছাড়া, আল্লাহ নিজেই হয়তো ফিরিশতাদের আংশিকভাবে জানিয়েছিলেন যে মানুষের মধ্যে একটি দল ভালো হবে এবং আরেকটি দল পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করবে।

ফিরিশতাদের এই আশঙ্কার জবাবে আল্লাহ তাআলা কোনো নেতিবাচক উত্তর দেননি, বরং বলেছিলেন:"নিশ্চয়ই আমি যা জানি, তোমরা তা জানো না।" সূরা আল-বাকারাহ আয়াত ৩০

(২৯)নং আয়াতে-- যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার রূহ সঞ্চার করব, তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হয়ো।'

এ থেকে জানা যায়, মানুষের মধ্যে যে রূহ ফুকে দেয়া হয় অর্থাৎ প্রাণ সঞ্চার করা হয় তা মূলতঃ আল্লাহর সৃষ্টিকৃত রুহ বা নির্দেশ বিশেষ। এ সম্পর্কটি সম্মানের জন্য করা হয়েছে। নতুবা আল্লাহর কোন অংশ সৃষ্টির কারো কাছে নেই। [ফাতহুল কাদীর] মূলত: সৃষ্টির মধ্যে যেসব গুণের সন্ধান পাওয়া যায় তার প্রত্যেকটিরই উৎস ও উৎপত্তিস্থল আল্লাহরই কোন না কোন গুণ। যেমন হাদীসে বলা হয়েছেঃ

"মহান আল্লাহ রহমতকে একশো ভাগে বিভক্ত করেছেন। তারপর এর মধ্য থেকে ৯৯ টি অংশ নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন এবং মাত্র একটি অংশ পৃথিবীতে অবতীর্ণ করেছেন। এই একটি মাত্র অংশের বরকতেই সমুদয় সৃষ্টি পরস্পরের প্রতি অনুগ্রহশীল হয়। এমনকি যদি একটি প্রাণী তার নিজের সন্তান যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় এ জন্য তার ওপর থেকে নিজের নখর উঠিয়ে নেয় তাহলে এটিও আসলে এ রহমত গুণের প্রভাবেরই ফলশ্রুতি।" [বুখারী ৬০০০, মুসলিমঃ ২৭৫২]

কিন্তু আল্লাহর গুণাবলীর প্রতিচ্ছায়া যে ধরনের পূর্ণতার সাথে মানুষের ওপর ফেলা হয় অন্য কোন প্রাণীর ওপর তেমনভাবে ফেলা হয়নি। এজন্যই অন্যান্য সৃষ্টির ওপর মানুষের এ প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব।

এটি একটি সূক্ষ্ম বিষয়। এটি অনুধাবন করার ক্ষেত্রে সামান্যতম ভ্রান্তি মানুষকে এমন বিভ্রান্তির মধ্যে ঠেলে দিতে পারে যার ফলে সে আল্লাহর গুণাবলীর একটি অংশ লাভ করাকে আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার কোন অংশ লাভ করার সমার্থক মনে করতে পারে। অথচ আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতার সামান্যতম অংশ লাভ করার কথাও কোন সৃষ্টির জন্য কল্পনাই করা যায় না।

কুরআনে আল্লাহ যখন রূহকে নিজের দিকে সম্বন্ধ করে 'আমার রূহ' বলেন, তার অর্থ এই নয় যে আল্লাহর নিজস্ব কোনো অংশ মানুষের ভেতর প্রবেশ করেছে (নাউযুবিল্লাহ)। বরং এটি হচ্ছে 'সম্মানসূচক সম্বন্ধ'। যেমন– কাবা শরীফকে বলা হয় 'বাইতুল্লাহ' বা আল্লাহর ঘর, উটকে বলা হয় 'নাকাতুল্লাহ' বা আল্লাহর উট। ঠিক তেমনি মানুষের প্রাণ বা আত্মাকে মহান আল্লাহ বিশেষভাবে সম্মানিত করার জন্য 'আমার রূহ' বলে উল্লেখ করেছেন।

**** সিজদার অর্থঃ নম্রতা ও বিনয় প্রকাশ করা। আর তার সর্বশেষ পর্যায় হল, মাটিতে কপাল ঠেকিয়ে দেওয়া। (কুরতুবী) এই সিজদা ইসলামী শরীয়তে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো জন্য জায়েয নয়।

সিজদার আদেশ আদমের সম্মানের জন্য ছিল, ইবাদতের জন্য ছিল না। আর যেহেতু এটি ছিল আল্লাহর আদেশ, সেহেতু তার আবশ্যকতায় কোন সন্দেহ নেই। তবে এখন শরীয়তে কারও জন্য সিজদা বৈধ নয়। আদম (আ.)-কে করা সেজদাটি ছিল 'তাযীমি সেজদা' বা সম্মান প্রদর্শনের সেজদা। আল্লাহ তাআলার নির্দেশে তাঁরই এক মহান সৃষ্টির প্রতি সম্মান জানাতে ফিরিশতারা এই সেজদা করেছিলেন।

এখানে প্রশ্ন থেকে যায়, সিজদায়ে তাজিমী বা সম্মানসূচক সিজদার বৈধতার প্রমাণ তো কুরআনুল কারীমের উল্লেখিত আয়াতসমূহে পাওয়া যায়, কিন্তু তা রহিত হওয়ার দলীল কি? উত্তর এই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর অনেক হাদীস দ্বারা সিজদায়ে তাজিমী হারাম বলে প্রমাণিত হয়েছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যদি আমি আল্লাহ্ তাআলা বৃহৎ অধিকারের কারণে সিজদা করার জন্য স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম, কিন্তু এই শরীআতে সিজদায়ে-তাজিমী সম্পূর্ণ হারাম বলে কাউকে সিজদা করা কারো পক্ষে জায়েয নয়। [মুসনাদে আহমাদঃ ৩/১৫৮]

আদমের পাঁচটি শ্রেষ্ঠত্ব

(১) আল্লাহ তাকে নিজ দু’ হাতে সৃষ্টি করেছেন (ছোয়াদ ৩৮/৭৫)।

قَالَ يٰۤاِبۡلِيۡسُ مَا مَنَعَكَ اَنۡ تَسۡجُدَ لِمَا خَلَقۡتُ بِيَدَىَّ ؕ اَسۡتَكۡبَرۡتَ اَمۡ كُنۡتَ مِنَ ৩৮ : ৭৫
الۡعَالِيۡنَ

রব বললেন, “ হে ইবলিস! আমি আমার দু’ হাত দিয়ে যাকে তৈরি করেছি তাকে সিজদা করতে তোমাকে কিসে বাধা দিয়েছে? তুমি কি বড়াই করছো, না তুমি কিছু উচ্চ মর্যাদার অধিকারী?” ছোয়াদ -৭৫)।

অন্য হাদীসে তাওরাত লেখার কথাও এসেছে। [বুখারী: ৬৬১৪] তাছাড়া তিনি জান্নাতও নিজ হাতে তৈরী করেছেন। [মুসলিম: ১৮৯] অনুরূপভাবে তিনি নিজ হাতে একটি কিতাব লিখে তাঁর কাছে রেখে দিয়েছেন যাতে লিখা আছে যে, তাঁর রহমত তার ক্রোধের উপর প্রাধান্য পাবে। [ইবন মাজহ: ১৮৯]

(২) আল্লাহ নিজে তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিয়েছেন (ছোয়াদ ৩৮/৭২)।

فَاِذَا سَوَّيۡتُهٗ وَ نَفَخۡتُ فِيۡهِ مِنۡ رُّوۡحِىۡ فَقَعُوۡا لَهٗ سٰجِدِيۡنَ ২

যখন তোমার রব ফেরশ্‌তাদেরকে বললো, “আমি মাটি দিয়ে একটি মানুষ তৈরি করবো৷ তারপর যখন আমি তাকে পুরোপুরি তৈরি করে ফেলবো এবং তার মধ্যে নিজের প্রাণ ফুঁকে দেবো৷ তখন তোমরা তার সামনে সিজদানত হয়ে যেয়ো৷ ছোয়াদ ৭১-৭২

(৩) আল্লাহ তাকে সকল বস্‌তুর নাম শিক্ষা দিয়েছেন (বাক্বারাহ ২/৩১)।

قَالَ يٰۤاٰدَمُ اَنۡۢبِئۡهُمۡ بِاَسۡمَآئِهِمۡ ۚ فَلَمَّاۤ اَنۡۢبَاَهُمۡ بِاَسۡمَآئِهِمۡ ۙ قَالَ اَلَمۡ اَقُلۡ لَّكُمۡ اِنِّىۡۤ اَعۡلَمُ ২:৩৩
غَيۡبَ السَّمٰوٰتِ وَ الۡاَرۡضِ ۙ وَ اَعۡلَمُ مَا تُبۡدُوۡنَ وَ مَا كُنۡتُمۡ تَكۡتُمُوۡنَ

৩৩. তিনি বললেন, ‘হে আদম! তাদেরকে এসবের নাম বলে দিন। অতঃপর তিনি (আদম) তাদেরকে সেসবের নাম বলে দিলে তিনি (আল্লাহ) বললেন, ‘আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, নিশ্চয় আমি আসমান যমীনের গায়েব জানি। আরও জানি যা তোমরা ব্যক্ত কর এবং যা তোমরা গোপন করতে’। বাক্বারাহ ২/৩৩

আসমা তথা নামসমূহ বলতে ব্যক্তিবর্গ ও জিনিস-পত্রের নামসমূহ এবং তাদের বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ যা মহান আল্লাহ 'ইলহাম' 'ইলক্বা' (অন্তরে প্রক্ষিপ্ত করা)র মাধ্যমে আদম (আঃ)-কে শিখিয়ে দিয়েছিলেন।

এইভাবে আল্লাহ তাআলা প্রথমতঃ ফিরিশতাদের সামনে আদম সৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটন করলেন। দ্বিতীয়তঃ দুনিয়ার নিয়ম-নীতি পরিচালনার জন্য জ্ঞানের কত গুরুত্ব এবং তার কত ফযীলত ও মর্যাদা তা বর্ণনা করে দিলেন।

অতপর আল্লাহ আদমকে সমস্ত জিনিসের নাম শেখালেন তারপর সেগুলো পেশ করলেন ফেরেশতাদের সামনে এবং বললেন , "যদি তোমাদের ধারণা সঠিক হয় (অর্থাৎ কোন প্রতিনিধি নিযুক্ত করলে ব্যবস্থাপনা বিপর্যস্ত হবে) তাহলে একটু বলতো দেখি এই জিনিসগুলোর নাম? " বাক্বারাহ ২/৩১

(৪) তাকে সিজদা করার জন্য আল্লাহ ফেরেশতাদের নির্দেশ দিয়েছেন (বাক্বারাহ ২/৩৪)।

তারপর যখন ফেরেশতাদের হুকুম দিলাম , আদমের সামনে নত হও, তখন সবাই অবনত হলো, কিন্তু ইবলিস অস্বীকার করলো। সে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে মেতে উঠলো এবং নাফরমানদের অন্তরভুক্ত হলো। বাক্বারাহ ২/৩৪)।

(৫) আদম একাই মাত্র মাটি থেকে সৃষ্ট। বাকী সবাই পিতা-মাতার মাধ্যমে সৃষ্ট (সাজদাহ ৩২/৭-৯)।

যে জিনিসই তিনি সৃষ্টি করেছেন উত্তম রূপে সৃষ্টি করেছেন৷ তিনি মানুষ সৃষ্টির সূচনা করেছেন কাদামাটি থেকে,তারপর তার বংশ উৎপাদন করেছেন এমন সূত্র থেকে যা তুচ্ছ পানির মতো৷ তারপর তাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করেছেন এবং তার মধ্যে নিজের রূহ ফুঁকে দিয়েছেন , আর তোমাদের কান, চোখ ও হৃদয় দিয়েছেন, তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো৷ (সাজদাহ ৩২/৭-৯)।

আল্লাহর এই চূড়ান্ত নির্দেশের পর কী ঘটেছিল, তা পবিত্র কুরআনের সূরা আল-হিজর (আয়াত: ৩০-৩৩) এবং সূরা আল-বাকারাহ (আয়াত: ৩৪)-এ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

ফিরিশতা এবং ইবলিসের (শয়তান) প্রতিক্রিয়া ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত

:১. ফিরিশতাদের তাৎক্ষণিক আনুগত্য ও সেজদাআল্লাহর নির্দেশ পাওয়ার সাথে সাথেই সমস্ত ফিরিশতা কোনো দ্বিধা বা প্রশ্ন ছাড়াই হযরত আদম (আ.)-এর প্রতি সম্মানসূচক সেজদা করলেন। "অতঃপর ফিরিশতারা সবাই একসাথে সেজদা করল।" — [সূরা আল-হিজর, আয়াত: ৩০]

২. ইবলিসের অহংকার ও অবাধ্যতা

সেখানে ফিরিশতাদের সাথে ইবলিসও (যে মূলত জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল কিন্তু তার ইবাদতের কারণে ফিরিশতাদের স্তরে স্থান পেয়েছিল) উপস্থিত ছিল। কিন্তু সে সেজদা করতে সম্পূর্ণ অস্বীকার

করল।"কিন্তু ইবলিস করল না; সে সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করল।" — [সূরা আল-হিজর, আয়াত: ৩১]

কুরআনের তাফসীর (যেমন: তাফসীরে ইবনে কাসীর) এবং ইসলামিক বর্ণনা অনুযায়ী, ইবলিস ফেরেশতা না হওয়া সত্ত্বেও কেন তাদের সাথে অবস্থান করছিল, তার মূল কারণ তার চরম ইবাদত, একাগ্রতা ও উচ্চ মর্যাদা।

বিষয়টি নিচে কয়েকটি পয়েন্টে সহজভাবে বিশ্লেষণ করা হলো:

১. ইবলিসের আসল পরিচয়

ইবলিস মোটেও ফেরেশতা ছিল না, সে ছিল মূলত জিন জাতির অন্তর্ভুক্ত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা এটি স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন:"সে ছিল জিনদের একজন, অতঃপর সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল।" — [সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ৫০]ফেরেশতাদের নিজস্ব কোনো স্বাধীন ইচ্ছা (Free Will) নেই, তারা আল্লাহর অবাধ্য হতে পারেন না। কিন্তু জিন ও মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা রয়েছে। ইবলিস জিন হওয়া সত্ত্বেও নিজের ইচ্ছায় আল্লাহর চরম ইবাদত করেছিল।

২. ইবাদতের মাধ্যমে উচ্চ মর্যাদা লাভ

মানুষ সৃষ্টির বহুকাল আগে পৃথিবীতে জিন জাতি বাস করত। তারা যখন পৃথিবীতে মারামারি ও ফাসাদ সৃষ্টি করে, তখন ইবলিস তাদের থেকে আলাদা হয়ে আল্লাহর ইবাদতে মগ্ন থাকে। সে এত বেশি ইবাদত ও তাসবীহ পাঠ করেছিল যে, আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন এবং তাকে ফেরেশতাদের উচ্চ মজলিসে বা আকাশে থাকার অনুমতি দেন। সে ফেরেশতাদের সাথে মিলে আল্লাহর ইবাদত করত এবং তাদের শিক্ষক বা নেতা (আযাযীল) হিসেবেও কোনো কোনো বর্ণনায় পরিচিত ছিল।

৩. বাহ্যিক মিল ও একীভূত সম্বোধন

যেহেতু ইবলিস দীর্ঘকাল ধরে ফেরেশতাদের সাথে বসবাস করছিল এবং তাদের সাথে একই কাতারে ইবাদত করত, তাই বাহ্যিকভাবে সে ফেরেশতাদের দলের একজন সদস্যের মতোই গণ্য হতো। এই কারণেই আল্লাহ যখন ফেরেশতাদেরকে আদম (আ.)-কে সেজদা করার নির্দেশ দেন, তখন সেই নির্দেশটি ইবলিসের ওপরও একইভাবে প্রযোজ্য হয়েছিল।

৪. ভেতরের অহংকার লুকিয়ে থাকা

ফেরেশতাদের সাথে থাকার সময় ইবলিসের ভেতরের আসল রূপ বা অহংকার প্রকাশ পায়নি। কারণ তখন পর্যন্ত তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ কাউকে তৈরি করা হয়নি বা তার অহংকার পরীক্ষা করার মতো কোনো পরিস্থিতি আসেনি। হযরত আদম (আ.)-কে সৃষ্টির পরই ইবলিসের ভেতরের লুকিয়ে থাকা হিংসা ও অহংকার প্রকাশ পেয়ে যায়।

ইসলামের বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থগুলোতে (যেমন: তাফসীরে ইবনে কাসীর, তাফসীরে তাবারী এবং তাফসীরে কুরতুবী) সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং তাবেয়ী সাঈদ ইবনুল মুসাইয়িব (রহ.) থেকে বর্ণিত হয়েছে:

আকাশে অবস্থান:

ইবলিস শুরুতে পৃথিবীতে ছিল। কিন্তু তার চরম ইবাদত ও আনুগত্যের কারণে আল্লাহ তাকে আকাশে তুলে নেন এবং সে ফেরেশতাদের সাথে বসবাস করতে শুরু করে। সে ফেরেশতাদের সাথে এমনভাবে মিশে গিয়েছিল যে, তাকে ফেরেশতাদেরই একজন মনে হতো।

নেতৃত্ব লাভ:

কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, সে আকাশের নিম্নস্তরের ফেরেশতাদের ওপর এক ধরনের কর্তৃত্ব বা পরিচালনা করার যোগ্যতাও লাভ করেছিল।সংক্ষেপে, সূরা আল-কাহাফের ৫০ নম্বর আয়াত এবং সূরা আল-আ'রাফের ১২ নম্বর আয়াত থেকে এটি প্রমাণিত যে, ইবলিস জিন হওয়া সত্ত্বেও আদম (আ.) সৃষ্টির সময় ফেরেশতাদের সারিতেই উপস্থিত ছিল।

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ"স্মরণ কর, যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম, 'তোমরা আদমের প্রতি সেজদাবনত হও' , তখন ইবলিস ছাড়া তারা সবাই সেজদা করল; সে ছিল জিনদের একজন, অতঃপর সে তার প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করল।"আল-কাহাফ, আয়াত: ৫০]

আল্লাহ বললেন, 'আমি যখন তোমাকে আদেশ দিলাম, তখন কিসে তোমাকে সেজদা করতে বারণ করল?' সে বলল, 'আমি তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ; আপনি আমাকে আগুন দ্বারা সৃষ্টি করেছেন এবং তাকে কাদা মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন।' — সূরা আল-আ'রাফ (৭), আয়াত: ১২

قَالَ يٰۤاِبۡلِيۡسُ مَا لَكَ اَلَّا تَكُوۡنَ مَعَ السّٰجِدِيۡنَ ৩২ : ১৫

(৩২) তিনি (আল্লাহ) বললেন, 'হে ইবলীস! তোমার কি হল যে, তুমি সিজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলে না?'

قَالَ لَمۡ اَكُنۡ لِّاَسۡجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقۡتَهٗ مِنۡ صَلۡصَالٍ مِّنۡ حَمَاٍ مَّسۡنُوۡنٍ ৩৩ : ১৫

(৩৩) সে (উত্তরে) বলল, ‘কালো পচা শুষ্ক ঠনঠনে মাটি হতে যে মানুষ তুমি সৃষ্টি করেছ, আমি তাকে সিজদা করবার নই।’

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ৩৪ : ১৫

(৩৪) তিনি (আল্লাহ) বললেন, ‘তাহলে তুমি এখান হতে বের হয়ে যাও। কারণ, নিশ্চয়ই তুমি অভিশপ্ত।

وَّ اِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ اِلٰى يَوْمِ الدِّيْنِ ৩৫ : ১৫

(৩৫) কর্মফল দিবস পর্যন্ত তোমার প্রতি রইল অভিশাপ।’

শয়তানের অভিশপ্ত হওয়ার প্রধান কারণ

আদেশ অমান্য করা: আল্লাহ তাআলা যখন হযরত আদম (আ.)-কে সিজদা করার নির্দেশ দেন, তখন ইবলিস তা অস্বীকার করে ও আদেশ লঙ্ঘন করে।

অহংকার: সে নিজেকে আগুনের তৈরি এবং আদমকে মাটির তৈরি মনে করে শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করেছিল, যা তার অহংকার প্রকাশ করে।

হিংসা: হযরত আদম (আ.)-কে আল্লাহ যে সম্মান ও মর্যাদা দিয়েছিলেন, তা ইবলিস মেনে নিতে পারেনি এবং হিংসার বশে সে অবাধ্য হয়।

আরবি ভাষায় শয়তান شَيْطَانٌ) মানে- সীমালংঘনকারী, দাম্ভিক, স্বৈরাচারি। এই বৈশিষ্ট্যের জ্বীন এবং মানুষ উভয়ের জন্যেই শয়তান পরিভাষা ব্যবহার করা হয়।

শয়তানের গুরুতর অপরাধ সমূহ

১। সে আল্লাহর হুকুম পালন করতে অস্বীকার করে
أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ সে সাজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করে। (সূরা হিজর : ৩১)

২. সে অহংকার, দাম্ভিকতা ও হঠকারীতা প্রদর্শন করে : أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ

সে আল্লাহর আদেশ পালন করতে অস্বীকার (refuse) করে, অহংকার-দাম্ভিকতা-হঠকারিতা প্রদর্শন করে। (সূরা বাকারা : ৩৪)

৩. সে আল্লাহর হুকুম অমান্য করে সীমালংঘন করে এবং অবাধ্য হয় : فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ

সে তার প্রভুর হুকুম অমান্য করে সীমালংঘন করে । (সূরা কাহাফ : ৫০)

৪. সে নিজেই নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে ঘোষণা করে :
قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ সে বলে : আমি তার (আদমের) চাইতে শ্রেষ্ঠ। (সূরা আ’রাফ : ১২)

৫. সে অনুশোচনা করেনি; বরং নিজের হঠকারিতার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে :

قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا সে বলে : আমি কি এমন একজনকে সাজদা করবো, যাকে তুমি সৃষ্টি করেছো কাদামাটি থেকে? (সূরা ইসরা : ৬১)

خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ

তুমি আমাকে সৃষ্টি করেছো আগুন থেকে আর তাকে সৃষ্টি করেছো কাদামাটি থেকে। (সূরা আ'রাফ : ১২)

قَالَ لَمْ أَكُن لِّأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ

সে বলে : মানুষকে সাজদা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, যাকে তুমি সৃষ্টি করেছো শুকনো ঠনঠনে পঁচা মাটি থেকে। (সূরা আল হিজর : ৩৩)

৬। সে আল্লাহর হুকুমের বিপক্ষে যুক্তিবুদ্ধি প্রয়োগ করে :

আল্লামা ইবনে জারির তাবারি এবং আল্লামা ইবনে কাছির তাঁদের তফসিরে উল্লেখ করেছেন, প্রখ্যাত তাবেয়ী মুফাস্সির হাসান বসরি রহ. বলেছেন :

ইবলিস তার যুক্তি বুদ্ধি প্রয়োগ করে (নিজেকে শ্রেষ্ঠ ধারণা করে) এবং ইবলিসই সর্বপ্রথম দলিল (evidence)-এর বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে।

প্রখ্যাত তাবেয়ী ইবনে সীরিন বলেন :(দলিল-প্রমাণের বিপক্ষে) সর্বপ্রথম যুক্তি বুদ্ধি প্রয়োগকারী হলো ইবলিস। আর যুক্তি বুদ্ধি প্রয়োগ করেই লোকেরা চন্দ্র সূর্যের উপাসনা করে।

৭. সে কুফুরির পথকে আঁকড়ে ধরে :

শয়তান ফেরেশতাদের সাথে অবস্থান করে ভালোভাবেই এ জ্ঞান অর্জন করেছিল যে, আল্লাহর হুকুম অমান্য করা মানেই কুফুরি। ফলে সে জেনে বুঝেই কুফুরির পথ অবলম্বন করে :

إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

তবে সাজদা করেনি ইবলিস। সে হঠকারিতা প্রদর্শন করে এবং কাফিরদের অন্তরভুক্ত হয়ে যায়। (সূরা সোয়াদ : ৭৪ ; সূরা বাকারা : ৩৪)

৮. সে নিজের ভ্রষ্টতার জন্যে আল্লাহকে দায়ী করে :

শয়তানের সবচেয়ে বড়, জঘন্য ও ঘোরতর অপরাধ হলো, সে যে উপরোক্ত অপরাধগুলো সংঘটিত করে ভ্রষ্টতার পথ অবলম্বন করলো,

এজন্যে সে নিজের অপরাধ স্বীকার না করে আল্লাহকে দায়ী করে (নাউযুবিল্লাহ) :

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ

সে বলে, যেহেতু তুমি আমাকে ভ্রষ্টতা ও ধ্বংসের পথে ঠেলে দিয়েছো, সে জন্যে আমিও এখন থেকে তাদের (আদম সন্তানদের) বিপথগামী করার জন্যে তোমার সিরাতুল মুস্তাকিম-এ ওঁৎ পেতে বসে থাকবো। (সূরা আ'রাফ : ১৬)

চিরতরে ধিকৃত ও অভিশপ্ত হলো শয়তান----------------

এসব গুরুতর অপরাধের ফলে শয়তান চিরতরে অভিশপ্ত হলো এবং অনিবার্যভাবে সাব্যস্ত হলো জাহান্নামের জ্বালানি :

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ

আল্লাহ বললেন : তুই এখান থেকে বের হয়ে যা, তুই ধিকৃত (outcust)। আর বিচার দিবস পর্যন্ত তোর উপর অভিশাপ (curse)। (সূরা আল হিজর : ৩৪-৩৫; সূরা সোয়াদ :৭৭-৭৮)

সাথে সাথে তাকে একথাও বলে দেয়া হলো :

فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ

বেরিয়ে যা, এখন থেকে তুই নিচুদের অন্তর্ভুক্ত।' (সূরা আ' রাফ : ১৩)

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَّدْحُورًا

তিনি বললেন : তুই ওখান থেকে বেরিয়ে যা অপমানিত ও ধিকৃত হয়ে।' (সূরা আ' রাফ : ১৮)

শয়তানকে চিরতরে ধিকৃত ও অভিশপ্ত ঘোষণা করার পর সে চিরতরে নিরাশ হয়ে গেলো। কিন্তু সে নিজের অপরাধের জন্যে নত না হয়ে আরো ঔদ্ধত্যে মেতে উঠলো। সে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা না করে আদম এবং আদম সন্তানদের বিপথগামী করার জন্যে কিয়ামত পর্যন্ত অবকাশ (সুযোগ) প্রার্থনা করলো।

قَالَ رَبِّ فَاَنۡظِرۡنِیۡۤ اِلٰی یَوۡمِ یُبۡعَثُوۡنَ ৩৬ : ১৫

(৩৬) সে (ইবলীস) বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দাও।'

قَالَ فَاِنَّكَ مِنَ الۡمُنۡظَرِیۡنَ ৩৭ : ১৫

(৩৭) তিনি (আল্লাহ) বললেন, 'যাদেরকে অবকাশ দেওয়া হয়েছে তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত হলে।

اِلٰی یَوۡمِ الۡوَقۡتِ الۡمَعۡلُوۡمِ ৩৮ : ১৫

(৩৮) অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত।'

এ আয়াতে ইবলীসকে দেয়া সময় সম্পর্কে কিছু বলা হয়েছে। অন্য সূরায় এ অবকাশ নির্ধারণ করে বলা হয়েছে,

قَالَ فَٱخۡرُجۡ مِنۡهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ তিনি বললেন, তুমি এখান থেকে বের হয়ে যাও, কেননা নিশ্চয় তুমি বিতাড়িত।

وَإِنَّ عَلَيۡكَ لَعۡنَتِيٓ إِلَىٰ يَوۡمِ ٱلدِّينِ আর নিশ্চয় তোমার উপর আমার লা'নত থাকবে, কর্মফল দিন পর্যন্ত।

قَالَ رَبِّ فَأَنظِرۡنِيٓ إِلَىٰ يَوۡمِ يُبۡعَثُونَ সে বলল, হে আমার রব! অতএব আপনি আমাকে সে দিন পর্যন্ত অবকাশ দিন, যে দিন তাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে।

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلۡمُنظَرِينَ তিনি বললেন, তাহলে তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হলে—

(إِلَىٰ يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ) নির্ধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত। [সূরা আল- সোয়াদঃ ৭৭- ৮১]

قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلۡمُنظَرِينَ

তিনি বললেন, নিশ্চয় তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত। সূরা আরাফঃ১৫

এ থেকে বাহ্যতঃ বোঝা যায় যে, ইবলীসের প্রার্থিত অবকাশ কেয়ামত পর্যন্ত দেয়া হয়নি, বরং একটি বিশেষ মেয়াদ পর্যন্ত দেয়া হয়েছে। অধিকাংশ আলেমদের নিকট তার অবকাশের মেয়াদ হচ্ছে শিঙ্গায় প্রথম ফুঁক দেয়া পর্যন্ত। [আদওয়াউল বায়ান] সুদ্দি বলেন, তাকে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবকাশ দেয়া হয়নি। কারণ, যখন শিঙ্গায় প্রথম ফুঁক দেয়া হবে, তখন (فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ) বা আসমান ও যমীনের সবাই মারা পড়বে, আর তখন ইবলীসও মারা যাবে। [তাবারী]

আলোচ্য ইবলিসের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত আয়াতসমূহ থেকে বুঝা যায় যে, কাফেরদের দোআ কবুল করা হয়। অথচ অন্যত্র আল্লাহর বাণী--

(وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ)

"কাফেরদের দোআ তো ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবেই।" [সূরা আর-রাদঃ ১৪] এ আয়াত থেকে বাহ্যতঃ বুঝা যায় যে, কাফেরের দোআ কবুল হয় না। এর উত্তর এই যে, দুনিয়াতে কাফেরের দোআও কবুল হতে পারে। ফলে ইবলীসের মত মহা কাফেরের দোআও কবুল হয়ে গেছে। কিন্তু আখেরাতে কাফেরের দোআ কবুল হবে না। উল্লেখিত আয়াত আখেরাতের সাথে সম্পর্কযুক্ত। দুনিয়ার সাথে এর কোন সম্পর্ক নাই। আর কাফেরের কোন কোন দোআ কবুল হয় বলে হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা মাযলুমের দোআ থেকে বেঁচে থাক, যদিও সে কাফের হয়; কেননা তার দোআ কবুলের ব্যাপারে কোন পর্দা নেই। [মুসনাদে আহমাদ: ৩/১৫৩; দিয়া আল-মাকদেসী, হাদীস নং ২৭৪৮]

قَالَ رَبِّ بِمَآ اَغۡوَيۡتَنِىۡ لَاُزَيِّنَنَّ لَهُمۡ فِى الۡاَرۡضِ وَ لَاُغۡوِيَنَّهُمۡ اَجۡمَعِيۡنَ ১৫ : ৩৯

(৩৯) সে বলল, ‘হে আমার প্রতিপালক! তুমি যে আমাকে বিপদগামী করলে তার জন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের নিকট পাপ কর্মকে অবশ্যই শোভনীয় করে তুলব এবং আমি তাদের সকলকে অবশ্যই বিপথগামী করে ছাড়ব।

এই আয়াতে ইবলিশ মহান রবকে বলছে যে-

১। আল্লাহকে দোষারোপ করছে নিজের ভ্রষ্টতার জন্য।

২। মানুষের কাছে গুনাহ বা পাপ কাজকে আকর্ষনীয় করে তুলবে

৩। সকলকে বিপদগামী করে ছাড়বে।

আরো ইরশাদ হয়েছে--

তুমি তাদেরকে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শুনাও : যার কাছে আমি আমার আয়াত পাঠিয়েছিলাম; কিন্তু সে তা বর্জন করে। অতএব শয়তান তার পেছনে লাগে এবং সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আমি চাইলে তা (আমার আয়াত) দ্বারা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতে পারতাম; কিন্তু সে (তা বর্জন করে) দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। (সূরা আরাফ : ১৭৫-১৭৬)

আমরা সূরা আরাফে দেখি সেখানেও ইবলিশের চক্রান্তের কথা উল্লেখ এসেছে—

শয়তান চারটি দিক থেকে আক্রমণ করে ও সরল পথে বসে থাকে।

قَالَ فَبِمَآ أَغْوَيْتَنِى لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَٰطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ

সে বলল, আপনি যে আমাকে পথভ্রষ্ট করলেন, সে কারণে অবশ্যই অবশ্যই আমি আপনার সরল পথে মানুষের জন্য বসে থাকব।

ثُمَّ لَأَتِيَنَّهُم مِّنۢ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَـٰنِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ ۖ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَـٰكِرِينَ

তারপর অবশ্যই আমি তাদের কাছে আসব তাদের সামনে থেকে ও তাদের পিছন থেকে, তাদের ডানদিক থেকে ও তাদের বাম দিক থেকে এবং আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না। সূরা আরাফঃ ১৬-১৭

এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ সা.-এর একটি হাদিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ হাদিসে একটি রূপক উপমার মাধ্যমে তিনি সিরাতুল মুস্তাকিম থেকে মানুষের বিচ্যুত হবার পন্থা বর্ণনা করেছেন। হাদিসটি নাওয়াস ইবনে সামআন রা. থেকে বর্ণিত।

তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল সা. বলেছেন : আল্লাহ সিরাতুল মুস্তাকিমের একটি উপমা দিয়েছেন। (সেটি হলো:) একটি সোজা সরল সুদৃঢ় পথ। সেই পথের দুই ধারে রয়েছে দেয়াল। দেয়ালগুলোতে রয়েছে অনেক উন্মুক্ত দরজা। দরজাগুলোতে রয়েছে ঝালরের পর্দা। আর রাস্তার মাথায় আছেন একজন আহবায়ক। তিনি আহবান করে বলছেন : 'হে মানুষ! তোমরা সবাই মিলে সোজা রাস্তার উপর দিয়ে এগিয়ে চলো, রাস্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়োনা।'

আরেকজন আহবায়ক আহবান করছে রাস্তার উপর থেকে। যখনই কোনো ব্যক্তি রাস্তার পার্শবর্তী দরজার পর্দা সরিয়ে ভেতরে তাকাতে বা ঢুকতে চায়, তখনই এই আহবায়ক তাকে সতর্ক করে বলে উঠে : 'সাবধান! পর্দা সরাবেনা, পর্দা উন্মুক্ত করলে ধ্বংসে নিমজ্জিত হবে।'

(অতপর রসূলুল্লাহ সা. বললেন :) সরল পথটি হলো : 'ইসলাম।' দুই পাশের দেয়ালগুলো হলো : 'আল্লাহর নির্ধারিত সীমানা।' উন্মুক্ত দরজাগুলো হলো : 'আল্লাহর নিষিদ্ধ পথ ও বিষয় সমূহ।' রাস্তার মাথার আহবায়ক হলো : 'আল্লাহর কিতাব (আল কুরআন)।' রাস্তার উপরের আহবায়ক হলো : প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তির অন্তরে অবস্থিত উপদেশ দাতা বা বিবেক।

ইসলামের সরল সঠিক রাজপথে ওঁৎ পেতে বসে থেকে মানুষকে প্রলুব্ধ ও বিভ্রান্ত করে দুই পাশের পাপের গলিতে ঢুকিয়ে দেয়াই শয়তানের কাজ।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ হাতে একটি দাগ দিলেন, অতঃপর বললেন, এটা আল্লাহর সরল সঠিক পথ। এরপর ডানে বামে দাগ কাটলেন এবং বললেন, এই রাস্তাগুলির প্রত্যেকটিতে একজন শয়তান দাঁড়িয়ে আছে। যে মানুষকে তার দিকে আহবান করে থাকে। অতঃপর পাঠ করলেন, 'এটাই আমার সরল সঠিক পথ, এরই অনুসরণ কর। অন্যান্য পথের অনুসরণ করনা, তা হ'লে (শয়তান) তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে' (আন 'আম ৬/১৫৩)। হাকেম হা/৩২৪১; মিশকাত হা/১৬৬, সনদ হাসান; নাসাঈ, আস-সুনানুল কুবরা হা/১১১১০।

আয়াতের মর্মে ও হাদীছের ভাষ্যে বুঝা যায় শয়তান রাস্তার মোড়ে মোড়ে বসে মানুষকে তাদের দিকে বিভ্রান্ত করার জন্য আহবান করে থাকে।

শয়তান যখন চারটি দিক থেকে আক্রমণ করার কথা বলল, তখন সে মূলত মানুষের সমস্ত চিন্তাভাবনা এবং চলার পথকে বিভ্রান্ত করার এক নিখুঁত পরিকল্পনা করেছিল।বিখ্যাত মুফাসসির ও সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এবং অন্যান্য তাফসীরবিদগণ এই চারটি দিক থেকে শয়তানের আক্রমণের গভীর অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন:

১. সামনে থেকে (مِّنۢ بَيۡنِ أَيۡدِيهِمۡ):

শয়তান মানুষকে তার পরকাল বা আখেরাত সম্পর্কে সংশয় ও সন্দেহে ফেলে দেয়। সে মানুষের মনে কুপ্ররোচনা দেয় যে, পরকাল, হাশরের মাঠ, জান্নাত বা জাহান্নাম বলতে কিছু নেই। ফলে মানুষ আখেরাতের প্রস্তুতি নেওয়া ছেড়ে দেয়।

২. পেছন থেকে (وَمِنْ خَلْفِهِمْ):

শয়তান মানুষকে দুনিয়ার প্রতি অতিরিক্ত লোভী ও আসক্ত করে তোলে। মানুষ যেন হালাল-হারাম ভুলে শুধু সম্পদ, সন্তান ও বৈষয়িক সুখের পেছনে ছুটে বেড়ায়, সেই ব্যবস্থা করে।শয়তানের পিছন থেকে আক্রমণের অর্থ হলো মানুষকে পরকালের পথ থেকে ফিরিয়ে রাখা, দুনিয়ার মোহগ্রস্ত করা এবং পেছনের অর্থাৎ অতীতের পাপাচার বা স্মৃতির মাধ্যমে নিরাশ করা।

৩. ডান দিক থেকে (وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ):

ডান দিক দিয়ে শয়তান মানুষের দ্বীনি বা ভালো কাজের মাধ্যমে আক্রমণ করে। সে মানুষের নেক আমলের মধ্যে রিয়া (লোকদেখানো ভাব), অহংকার ও আত্মতৃপ্তি ঢুকিয়ে দেয়। ফলে মানুষের ভালো কাজগুলো নষ্ট হয়ে যায়।

৪. বাম দিক থেকে (وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ):

বাম দিক দিয়ে শয়তান মানুষকে সরাসরি পাপ ও অন্যায়ের দিকে প্ররোচিত করে। সে ব্যভিচার, চুরি, মিথ্যা, মদ ও অন্যান্য হারাম কাজকে মানুষের সামনে অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং আনন্দদায়ক করে উপস্থাপন করে।

উপর-নিচ কেন বাদ গেল? হাদিস ও তাফসীরে এসেছে, শয়তান মানুষের ওপর ও নিচ—এই দুটি দিক উল্লেখ করেনি।ওপরের দিক আল্লাহর রহমত ও দোয়ার রাস্তা। মানুষ যখন আল্লাহর কাছে হাত তুলে দোয়া করে, তখন ওপর থেকে রহমত নাজিল হয়।

নিচের দিক সিজদার রাস্তা। মানুষ যখন আল্লাহর সামনে সিজদায় অবনত হয়, তখন সে শয়তানের নিয়ন্ত্রণ থেকে সবচেয়ে দূরে চলে যায়।তাই শয়তান চারদিক থেকে ঘিরে ধরলেও, একজন মুমিন যখন আল্লাহর কাছে দোয়া (ওপরের দিক) করে এবং সিজদা (নিচের দিক) দেয়, তখন শয়তানের সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যায়।

মানুষের উপর শয়তানের হামলা শুধু চতুর্দিকেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং আরো ব্যাপক। আলোচ্য আয়াতে ইবলীস আদম সন্তানদের উপর আক্রমণ করার জন্য চারটি দিক বর্ণনা করেছে- অগ্র, পশ্চাৎ, ডান ও বাম। এখানে প্রকৃতপক্ষে কোন সীমাবদ্ধতা উদ্দেশ্য নয়; বরং এর অর্থ হল প্রত্যেক দিক ও প্রত্যেক কোণ থেকে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ শয়তান আদম সন্তানের যাবতীয় পথে বসে পড়ে। তার ইসলামের পথে বসে পড়ে তাকে বলেঃ তুমি কি ইসলাম গ্রহণ করবে এবং আপন দ্বীন ও বাপ-দাদার দ্বীন ত্যাগ করবে? তারপর সে নাফরমানী করে ইসলাম গ্রহণ করে। তারপর শয়তান তার হিজরতের পথে বসে পড়ে তাকে বলতে থাকেঃ তুমি হিজরত করে তোমার ভূমি ও আকাশ ত্যাগ করবে? লম্বা পথে মুহাজিরের উদাহরণ তো হলো ঘোড়ার মত। কিন্তু সে তার নাফরমানী করে হিজরত করে। তারপর শয়তান তার জেহাদের

পথে বসে বলতে থাকেঃ তুমি কি জিহাদ করবে এতে নিজের জান ও মালের ক্ষতির আশংকা, যুদ্ধ করবে এতে তুমি মারা পড়বে, তারপর তোমার স্ত্রীর বিয়ে হয়ে যাবে, সম্পদ ভাগ-বাটোয়ারা হয়ে যাবে।

তাতেও সে শয়তানের নাফরমানী করে জিহাদ করে। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ যে ব্যক্তি এতটুকু করতে পারবে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো মহান আল্লাহর জন্য যথাযথ হয়ে পড়ে, যদি কাউকে হত্যা করা হয় তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো আল্লাহর উপর যথাযথ হয়ে পড়ে। আর যদি ডুবেও যায় তবুও আল্লাহর জন্য যথাযথ হয়ে পড়ে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো অথবা যদি তার সফর করার জন্তু থেকে পড়ে সে মারা যায় তবুও আল্লাহর উপর যথাযথ হয়ে পড়ে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো [মুসনাদে আহমাদঃ ৩/৪৮৩]

শয়তান এটা বলেছিল তার ধারণা অনুসারে। সে মনে করেছিল যে, তারা তার আহবানে সাড়া দিবে, তার অনুসরণ করবে। যাতে সে তাদেরকে ধ্বংস করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র শয়তানের এ ধারণার কথা স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, "আর অবশ্যই তাদের সম্বন্ধে ইবলীস তার ধারণা সত্য প্রমাণ করল, ফলে তাদের মধ্যে একটি মুমিন দল ছাড়া সবাই তার অনুসরণ করল।" [সূরা সাবা: ২০] [আদওয়াউল বায়ান] ইবন আব্বাস বলেন, এখানে মানুষদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ না থাকার কথা বলে, তাওহীদের কথা বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আপনি তাদেরকে তাওহীদবাদী পাবেন না। [তাবারী]

<u>মানুষকে পুরোপুরি নিজের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার ঘোষণা দিয়ে ইবলিশ বলেছিল:</u>

قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا

অর্থ: সে বলল, "দেখুন তো, যাকে আপনি আমার ওপর শ্রেষ্ঠত্ব দিলেন, যদি আপনি আমাকে কেয়ামতের দিন পর্যন্ত অবকাশ দেন, তবে আমি অল্প কয়েকজন ছাড়া তার (আদমের) বংশধরদের অবশ্যই আমার নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসব (তাদের সমূলে ধ্বংস করব)।" বনি ইসরাঈল (আয়াত: ৬২)

<u>ইবলিশ আল্লাহর সৃষ্টির রূপ পরিবর্তন এবং মানুষকে মিথ্যা আশার জালে ফেলার পরিকল্পনা করে</u>:

এবং আমি অবশ্যই তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, তাদেরকে মিথ্যা আশা দেব, তাদেরকে আদেশ করব ফলে তারা পশুর কান ফেঁড়ে ফেলবে এবং তাদেরকে নির্দেশ দেব ফলে তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে বিকৃত ও পরিবর্তন করবে।..." সূরা আন-নিসা (আয়াত: ১১৮-১১৯)

<u>শয়তানের কণ্ঠস্বর বা আওয়াজ (**بِصَوْتِكَ**):</u>

আর তোমার কণ্ঠ দিয়ে তাদের মধ্যে যাকে পারো পদস্খলিত করা, তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দ্বারা তাদেরকে আক্রমণ করা এবং তাদের ধনে ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যাও, আর তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দাও। আর শয়তান ছলনা ছাড়া তাদেরকে কোন প্রতিশ্রুতিই দেয় না। বনী ইসরাইলঃ ৬৪

প্রখ্যাত মুফাসসিরিন (যেমন: ইবনে আব্বাস, ইমাম ইবনে কাছীর, ও মুজাহিদ) এই আয়াতে বর্ণিত শয়তানের ৪টি প্রধান হাতিয়ারের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন:

১. শয়তানের কণ্ঠস্বর বা আওয়াজ (بِصَوْتِكَ):

ইবনে আব্বাস (রা.) এবং মুজাহিদ (রহ.)-এর মতে, আল্লাহর অবাধ্যতার দিকে আহ্বানকারী যেকোনো সুর, গান-বাদ্য, তামাশা, শিস দেওয়া এবং পাপের উসকানিই হলো শয়তানের আওয়াজ। শয়তান মিষ্টি কথা, অশ্লীল গান, এবং মোহনীয় সুরের মাধ্যমে মানুষকে মোহাচ্ছন্ন করে সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে নেয়।

২. অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী (بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ):

এর অর্থ হলো শয়তানের পুরো শক্তি ও অনুসারী দল।মানুষ বা জিনের মধ্যে যারা আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে হেঁটে বা কোনো যানে চড়ে অংশ নেয়, তারা সবাই শয়তানের বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। পাপের উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া প্রতিটি কদমই শয়তানের পদাতিক বাহিনীর অংশ।

প্রত্যেক সম্ভাব্য উপায়-উপকরণ যা শয়তান ভ্রষ্ট করার কাজে ব্যবহার করে।

৩. ধন-সম্পদে শরিক হওয়া (هُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَشَارِكْ):

ধন-সম্পদে শয়তানের শরিক হওয়ার অর্থ হলো– অবৈধ বা হারাম উপায়ে (যেমন: সুদ, ঘুষ, চুরি) অর্থ উপার্জন করা এবং তা আল্লাহর অবাধ্যতার কাজে (যেমন: অপচয়, জুয়া, হারাম বিনোদন) খরচ করা

৪. সন্তান-সন্ততিতে শরিক হওয়া (وَالْأَوْلَادِ):

এর তিনটি প্রধান অর্থ তাফসিরে এসেছে:

- সন্তানদের ইসলাম বহির্ভূত ও অনৈসলামিক আদর্শে লালন-পালন করা।
- ব্যভিচার বা অবৈধ সম্পর্কের মাধ্যমে সন্তান জন্ম নেওয়া।
- প্রাচীন যুগের মতো কুসংস্কারে অন্ধ হয়ে সন্তানদেরকে দেব-দেবীর নামে উৎসর্গ বা হত্যা করা
- প্রতিশ্রুতি দেয় যে, জান্নাত ও জাহান্নাম বলে কিছু নেই। অথবা মৃত্যুর পর পুনর্জীবন নেই ইত্যাদি।

غُرُوْرٌ (ছলনা) এর অর্থ হল, মন্দ কাজকে এমন চমৎকার শোভনীয় করে তুলে ধরা যে, দেখে তা ভাল মনে হয়।

শয়তানকে এমন ক্ষমতা দেয়া হয়েছে যে, সে বনী আদমের শিরায় প্রবেশ করতে পারে।

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

لَا تَلِجُوْا عَلَى المُغِيبَاتِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ، قُلْنَا: وَمِنْكَ؟ قَالَ: وَمِنِّي، وَلَكِنَّ اللهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمُ،

‘স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন স্ত্রীর নিকট তোমরা প্রবেশ কর না। কেননা শয়তান তোমাদের রক্তনালীতে চলমান রয়েছে। আমরা বললাম, আপনার মধ্যেও? তিনি বললেন, আমার মাঝেও। তবে আল্লাহ তা ‘আলা আমাকে তার বিরুদ্ধে সাহায্য করেছেন। ফলে আমি নিরাপত্তা লাভ করেছ। বুখারী হা/৭১৭১; মুসলিম হা/২১৭৫ ২।

শয়তান মানুষের মাঝে শত্রুতা ও ঘৃণা সৃষ্টি করে।

মহান আল্লাহ বলেন

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ, الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ-

'শয়তান তো কেবল চায় মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং আল্লাহর স্মরণ ও ছালাত হ' তে তোমাদেরকে বিরত রাখতে। অতএব তোমরা নিবৃত্ত হবে কি?' (মায়েদাহ ৫/৯১)।

তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর এবং পরস্পর কলহ করো না। অন্যথায় তোমরা দুর্বল হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব বিলুপ্ত হবে। আর ধৈর্য ধারণ করবে। নিশ্চয় আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। - আল আনফাল (৮) : ৪৬

মহান আল্লাহ বলেন

' -وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا,

হে নবী!) তুমি আমার বান্দাদের বল, তারা যেন (পরস্পরে) উত্তম কথা বলে। (কেননা) শয়তান সর্বদা তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু' (বনী ইসরাঈলঃ ৫৩)।

শয়তান মানুষকে নানাভাবে ধোঁকা দেয়।

সে মানুষকে ছলনা ও ধোঁকাপূর্ণ প্রতিশ্রুতি দেয়। মহান আল্লাহ বলেন,

' -وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُوْرًا

শয়তান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা ছলনা মাত্র' (বাণী ইসরাঈল ১৭/৬৪)।

আদম ও হাওয়া (আঃ) স্বয়ং এমন ধোঁকা ও প্রতারণার শিকার হন।

মহান আল্লাহ বলেন,فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ '

এভাবে তাদের দু' জনকে ধোঁকার মাধ্যমে সে ধীরে ধীরে ধ্বংসে নামিয়ে দিল। অতঃপর যখন তারা উক্ত বৃক্ষের স্বাদ আস্বাদন করল, তখন তাদের লজ্জাস্থান তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়ল। ফলে তারা জান্নাতের পাতাসমূহ দিয়ে তা ঢাকতে লাগল' (আ 'রাফ ৭/২২

ধোঁকা দিয়ে শয়তান মানুষের মাঝে ফিতনা সৃষ্টি করে। এমনকি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করে দেয়। জাবির (রাঃ) হ' তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

‘ইবলীস পানির উপর তার সিংহাসন স্থাপন করতঃ তার বাহিনী প্রেরণ করে। তাদের মধ্যে তার সর্বাধিক নৈকট্য প্রাপ্ত সেই, যে সর্বাধিক ফেতনা সৃষ্টিকারী। তাদের একজন এসে বলে, আমি অমুক অমুক কাজ করেছি। সে বলে তুমি কিছুই করনি। অতঃপর অন্যজন এসে বলে, অমুকের সাথে আমি সকল প্রকার ধোঁকার আচরণই করেছি। অবশেষে তার ও তার স্ত্রীর মাঝে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি। অতঃপর শয়তান তাকে তার নিকটবর্তী করে নেয় এবং বলে হ্যাঁ, তুমি একটি বড় কাজ করেছ। বর্ণনাকারী আ ‘মাশ (রাঃ) বলেন, আমার মনে হয়, রাসূল (সা) বলেছেন, অতঃপর শয়তান তাকে তার বুকের সাথে জড়িয়ে নেয়’ ।মুসলিম হা/২৮১৩।

১৫ : ৪০ اِلَّا عِبَادَكَ مِنۡهُمُ الۡمُخۡلَصِيۡنَ

(৪০) তবে তাদের মধ্যে তোমার একনিষ্ঠ বান্দাগণ ছাড়া।’

১৫ : ৪১ قَالَ هٰذَا صِرَاطٌ عَلَىَّ مُسۡتَقِيۡمٌ

(৪১) তিনি বললেন, ‘এটাই আমার নিকট পৌঁছনোর সরল পথ।

১৫ : ৪২ اِنَّ عِبَادِىۡ لَيۡسَ لَكَ عَلَيۡهِمۡ سُلۡطٰنٌ اِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الۡغٰوِيۡنَ

(৪২) বিভ্রান্তদের মধ্য হতে যারা তোমার অনুসরণ করবে, তারা ছাড়া আমার (একনিষ্ঠ) বান্দাদের উপর তোমার কোন আধিপত্য থাকবে না।

মহান আল্লাহও জানিয়েছেন যে রবের একনিষ্ঠ বান্দাহদের বিভ্রান্ত করতে পারবেনা।

إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَـٰنٌ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلاً

নিশ্চয় আমার বান্দাদের উপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই। আর কর্মবিধায়ক হিসেবে আপনার রব’ই যথেষ্ট। বনি ইসরাইলঃ৬৫

পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে (যেমন সূরা আল-হিজর ও সূরা ছোয়াদ) শয়তান নিজেই আল্লাহর কাছে স্বীকার করেছিল যে, সে সবাইকে বিভ্রান্ত করবে– “তবে তাদের মধ্যে তোমার একনিষ্ঠ বান্দাগণ ছাড়া।”

<u>খাঁটি বান্দাদের সুরক্ষা:</u>

যারা ঈমান, ইখলাস (একনিষ্ঠতা) এবং আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) নিয়ে চলেন, তাদের ওপর শয়তানের কোনো আধিপত্য চলে না। শয়তান তাদের কুপ্ররোচনা দিলেও তারা দ্রুত আল্লাহর স্মরণে ফিরে আসেন।

<u>জোর করার ক্ষমতা নেই:</u> শয়তান মানুষকে টেনে-হেঁচড়ে পাপে লিপ্ত করতে পারে না। সে কেবল প্রলোভনের ‘আওয়াজ’ দিতে পারে। মানুষের মন যদি আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ থাকে, তবে শয়তানের সেই আওয়াজ অকার্যকর হয়ে যায়। শয়তানের যে মানুষকে জোর করে পাপে লিপ্ত করার কোনো ক্ষমতা

নেই, এই বিষয়টি পবিত্র কুরআনের সূরা ইব্রাহিমের ২২ নম্বর আয়াতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

কেয়ামতের দিন শয়তান যখন জাহান্নামীদের সামনে দাঁড়িয়ে সত্য প্রকাশ করে দেবে, তখনকার বক্তব্য হিসেবে আল্লাহ তাআলা এটি বর্ণনা করেছেন: সূরা ইব্রাহিমের ২২ নম্বর আয়াতে বর্ণিত শয়তানের এই ভাষণটিকে তাফসিরের পরিভাষায় "শয়তানের খুতবা" বলা হয়। এটি হবে ইতিহাসের সবচেয়ে বড় ও চরম সত্য ভাষণ, যা শয়তান জাহান্নামীদের সামনে দাঁড়িয়ে দেবে।

"আর যখন সব বিষয়ের ফয়সালা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং আমিও তোমাদের ওয়াদা দিয়েছিলাম, কিন্তু আমি তোমাদের দেওয়া ওয়াদা ভঙ্গ করেছি। তোমাদের ওপর তো আমার কোনো ক্ষমতা (জোর জবরদস্তি) ছিল না, কেবল এতটুকু ছাড়া যে, আমি তোমাদের ডেকেছিলাম (প্ররোচনা দিয়েছিলাম) আর তোমরা আমার ডাকে সাড়া দিয়েছিলে। কাজেই তোমরা এখন আমাকে দোষারোপ করো না, বরং নিজেদেরই দোষ দাও...।'" (সূরা ইব্রাহিম, ১৪:২২)

এই আয়াতে শয়তানের নিজের মুখের উক্তি "তোমাদের ওপর তো আমার কোনো ক্ষমতা ছিল না" (وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ) দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, সে শুধু কুপ্ররোচনা বা প্রলোভন দেখাতে পারে, কিন্তু কাউকে জোরপূর্বক পাপ করানোর কোনো শক্তি তার নেই।

মহান আল্লাহ জানিয়েছেন--

'إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا -

নিশ্চয়ই শয়তানের কৌশল একান্তই দুর্বল' । সূরা নিসা ৪/৭৬

২টি কারনে দূর্বলঃ

১। আল্লাহ কৌশল করেন তাদের উপর, কারন আল্লাহ সকল শয়তানী কাজের উপর উত্তম কৌশলী, তাই শয়তান দূর্বল। যখনই কোন শয়তানী চক্রান্ত উঠে আসতে চায় মহান আল্লাহ সেটার বিরুদ্ধে নতুন কৌশলী এনে দেন যা ইমানদারদের, অনুগত বান্দাদের হেফাজত করে। ইরশাদ হয়েছে-

তারা নিজেদের কূট -কৌশল প্রয়োগ করে চলছিল, অন্যদিকে আল্লাহ ও তাঁর কৌশল প্রয়োগ করেছিলেন আর আল্লাহ সবচেয়ে ভাল কৌশল অবলম্বনকারী৷ আনফালঃ ৩০

২। শয়তানের কৌশল দূর্বল কারন সে কারোর উপর জোর করে কর্তৃত্ব করতে পারে না, যে কর্তৃত্ব করতে দেয় সেখানেই সে খাটাতে পারে। সূরা হিজর ৪২ আয়াতে বলা হয়েছে

আল্লাহই যথেষ্ট:

যারা আল্লাহর ওপর ভরসা করেন, আল্লাহ নিজেই তাদের শয়তানের ধোঁকা ও ফাঁদ থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব নেন।

খাঁটি বান্দা (মুখলাছীন) কারা

পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তাআলা তাঁর 'মখলাছীন' (مُخْلَصِينَ) বা খাঁটি বান্দাদের কথা উল্লেখ করেছেন, যাদের ওপর শয়তানের কোনো নিয়ন্ত্রণ বা জোর খাটবে না।

'মুখলাছ' শব্দের মূল অর্থ হলো—যাঁদেরকে আল্লাহ তাঁর নিজের জন্য বেছে নিয়েছেন এবং যাঁদের অন্তরকে খাঁটি করে দিয়েছেন।

জগতের শ্রেষ্ঠ আব্দ বা বান্দা হলেন শেষ নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)। তিনি আল্লাহর দাসত্ব স্বীকারে কতখানি খাঁটি ছিলেন এবং নিজেকে আল্লাহর দাস বলতে তাঁকে কত পছন্দ করতেন তাঁর স্বীকারোক্তি নিম্নে দেখা যেতে পারে। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: "তোমরা আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করো না যেমন খৃষ্টানেরা মারিয়াম পুত্রের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছে। আমি তো কেবল তাঁর আব্দ (দাস) তাই তোমরা আমাকে বল: আল্লাহর দাস এবং তাঁর রাসূল।" [বুখারী, অধ্যায়, আম্বিয়া, অনুচ্ছেদ নং ৪৮, হাদীস নং ৩৪৪৫]

কোরআন ও সুন্নাহর আলোকে খাঁটি বান্দাদের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে দেওয়া হলো:

১. একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইবাদতকারী (নিষ্ঠাবান)

তাঁরা যে কোনো ভালো কাজ বা ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য করেন। লোকদেখানো মনোভাব (রিয়া), মানুষের প্রশংসা পাওয়ার লোভ বা দুনিয়াবি স্বার্থ তাঁদের ইবাদতকে স্পর্শ করতে পারে না।

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ وَيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُواْ ٱلزَّكَوٰةَۚ وَذَٰلِكَ دِينُ ٱلۡقَيِّمَةِ

আর তাদেরকে কেবল এ নির্দেশই প্রদান করা হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর ইবাদত করে তাঁরই জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে এবং সালাত কায়েম করে ও যাকাত প্রদান করে। আর এটাই সঠিক দ্বীন। (সূরা আল-বাইয়্যিনাহ,: ৫)

২. তাওহীদের ওপর অবিচল ও শিরকমুক্ত

খাঁটি বান্দারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করেন না। সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে তাঁরা কেবল আল্লাহর ওপরেই ভরসা (তাওয়াক্কুল) করেন। শয়তান মানুষকে শিরক ও কুফরির দিকে ডাকলেও, তাঁদের ঈমানি দূরদর্শিতার কারণে সেই ফাঁদে তাঁরা পা দেন না।

৩. পরকালের চিন্তায় মগ্ন ও দুনিয়াবিমুখ

তাঁদের মূল লক্ষ্য থাকে পরকাল (আখেরাত)। দুনিয়ার চাকচিক্য তাঁদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে গাফেল করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা হযরত ইব্রাহিম (আ.), ইসহাক (আ.) ও ইয়াকুব (আ.)-কে খাঁটি বান্দা হিসেবে উল্লেখ করে তাঁদের গুণের কথা বলেছেন

"আমি তাদেরকে এক বিশেষ গুণে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছিলাম, তা হলো আখেরাতের আবাসস্থলের (একনিষ্ঠ) স্মরণ।" (সূরা সোয়াদ, আয়াত: ৪৬)

৪. পাপের আকর্ষণ থেকে নিজেকে রক্ষাকারী

সামনে পাপের তীব্র প্রলোভন বা সুযোগ থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র আল্লাহর ভয়ে যারা নিজেদের সংযত রাখেন, আল্লাহ তাঁদের নিজের অনুগ্রহে 'মখলাছ' বানিয়ে নেন। যেমন—হযরত ইউসুফ (আ.) যখন এক কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছিলেন, আল্লাহ তাঁকে রক্ষা করেছিলেন।

"এভাবেই আমি তার কাছ থেকে মন্দ ও অশ্লীলতা দূর করে দিয়েছিলাম। নিশ্চয়ই সে ছিল আমার খাঁটি (مُخْلَصِينَ) বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা ইউসুফ, আয়াত: ২৪)৫.

৫। শয়তানের ধোঁকা বুঝতে পেরে সাথে সাথে তওবাকারী

খাঁটি বান্দা মানেই এই নয় যে তাঁরা ফেরেশতা, তাঁদের কখনো ভুল হবে না। মানুষ হিসেবে শয়তান কখনো তাঁদের মনে ওয়াসওয়াসা দিলে, তাঁরা সাথে সাথে সতর্ক হয়ে যান এবং আল্লাহর কাছে ক্ষমা চান।

"নিশ্চয়ই যারা তাকওয়া অবলম্বন করেছে, যখন শয়তানের পক্ষ থেকে কোনো কুপ্ররোচনা তাদেরকে স্পর্শ করে, তখনই তারা আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তৎক্ষণাৎ তাদের চোখ খুলে যায় (তারা সত্য দেখতে পায়)।" (সূরা আল-আরাফ, আয়াত: ২০১)

وَ اِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوۡعِدُهُمۡ اَجۡمَعِيۡنَ ৪৩ : ১৫

(৪৩) অবশ্যই (তোমার অনুসারীদের) তাদের সবারই প্রতিশ্রুত স্থান হবে জাহান্নাম।

لَهَا سَبۡعَةُ اَبۡوَابٍ ؕ لِكُلِّ بَابٍ مِّنۡهُمۡ جُزۡءٌ مَّقۡسُوۡمٌ ৪৪ : ১৫

(৪৪) ওর সাতটি দরজা আছে; প্রত্যেক দরজার জন্য তাদের মধ্য থেকে পৃথক পৃথক দল আছে।

কুরআনের বেশ কিছু জায়গায় শয়তানের চ্যালেঞ্জ এবং তার অনুসারীদের জাহান্নামে যাওয়ার বিষয়টি সমার্থকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে:

সূরা আল-আরাফ (৭:১৮): আল্লাহ শয়তানকে তাড়িয়ে দেওয়ার সময় বলেন, "তাদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে, নিশ্চয় আমি তোদের সবাইকে দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করব।" (সূরা আল-আরাফ ১৮ নম্বর আয়াত)

সূরা বনী ইসরাঈল / আল-ইসরা (১৭:৬৩): আল্লাহ ইবলিসকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "যা, তাদের মধ্যে যে তোর অনুসরণ করবে, তবে নিশ্চয় জাহান্নামই হবে তোদের সবার প্রতিফল—পরিপূর্ণ প্রতিফল।" (সূরা আল-ইসরা ৬৩ নম্বর আয়াত)

সূরা সোয়াদ (৩৮:৮৫): শয়তানের দম্ভোক্তির জবাবে আল্লাহ বলেন, "আমি অবশ্যই জাহান্নাম পূর্ণ করব তোর দ্বারা এবং তাদের মধ্যে যারা তোর অনুসরণ করবে তাদের সবাইকে দ্বারা।" (সূরা সোয়াদ ৮৫ নম্বর আয়াত)

সূরা হূদ (১১:১৭): সেখানেও সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের সতর্ক করে বলা হয়েছে, "...বিভিন্ন দলের যে কেউ তা অস্বীকার করে, জাহান্নামই তার প্রতিশ্রুত স্থান।" (সূরা হূদ ১৭ নম্বর আয়াত)

তাফসীরে ইবনে কাসীর ও মুফতী তাকী উসমানীর মুসলিম বাংলা তাফসীর অনুযায়ী, মানুষের পাপের ধরন ও শয়তানের প্ররোচনায় পড়ার মাত্রা অনুযায়ী এই সাতটি দরজা দিয়ে অপরাধীদের আলাদা আলাদা দলে ভাগ করে জাহান্নামে প্রবেশ করানো হবে।

সংখ্যার দিক থেকে জাহান্নাম একটি। জান্নাতও একটি। কিন্তু প্রত্যেকটির বেশ কিছু স্তর ও শ্রেণি রয়েছে। দুনিয়াতে জাহান্নামবাসীর কুফরের মাত্রাভেদে জাহান্নামে তাদের নিম্নস্তরের তারতম্য হবে। মুনাফিকরা জাহান্নামের সবচেয়ে নিচের স্তরে থাকবে।

জাহান্নামের স্তরসমূহ(আবদুল হামীদ ফাইযী)

অবাধ্য মানুষের অবাধ্যতা ও অপরাধ যেমন বিভিন্ন প্রকার, তেমনি জাহান্নামের স্তরও আছে ভিন্ন ভিন্ন। আযাবের কঠিনতাও ভিন্ন ভিন্ন হবে। যত নিম্নস্তরের আগুন হবে, তার উত্তাপ তত বেশি হবে।

মুনাফিকরা যেহেতু ঘর শত্রু, তাদের দ্বারা ইসলামের ক্ষতি বেশি, তাই তাদের ঠাই হবে জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে। মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

অর্থাৎ, মুনাফিক (কপট) ব্যক্তিরা অবশ্যই দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে এবং তাদের জন্য তুমি কখনও কোন সাহায্যকারী পাবে না। (নিসঃ ১৪৫)

জান্নাতের স্তরসমূহের মধ্যে সর্বোচ্চই হল সর্বশ্রেষ্ঠ। আর জাহান্নামের স্তরসমূহের মধ্যে সর্বনিম্নই হল সর্বনিকৃষ্ট।

অনেকে বলেছেন, জাহান্নামের স্তর হল সাতটি। এর প্রথম স্তরে থাকবে গোনাহগার মুসলিমরা, দ্বিতীয় স্তরে ইয়াহুদীরা, তৃতীয় স্তরে খ্রিষ্টানরা, চতুর্থ স্তরে সাবায়ীরা, পঞ্চম স্তরে মজুসী (অগ্নিপূজক)রা, ষষ্ঠ স্তরে পৌত্তলিকরা এবং সর্বনিম্ন সপ্তম স্তরে থাকবে মুনাফিকরা।

ইবলিসের চক্রান্ত এর পিছনে মহান আল্লাহর উইজডম আছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন-

তিনি এজন্য এমনটি হতে দেন) যাতে শয়তানের নিক্ষিপ্ত অনিষ্টকে পরীক্ষায় পরিণত করেন তাদের জন্য যাদের অন্তরে (মুনাফিকীর) রোগ রয়েছে এবং যাদের হৃদয়বৃত্তি মিথ্যা-কলূষিত-আসলে এ জালেমরা শত্রুতায় অনেক দূরে পৌঁছে গেছে ।

এবং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা জেনে নেয় যে, তোমার রবের পক্ষ থেকে এটা সত্য এবং তারা এর প্রতি ঈমান আনে এবং এর সামনে তাদের অন্তর ঝুঁকে পড়ে; যারা ঈমান আনে তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ চিরকাল সত্য-সরল পথ দেখিয়ে থাকেন। সূরা হজ্জঃ ৫৩-৫৪

ইবনুল কাইয়্যুম যাদুল মায়াদ বইতে উল্লেখ করেছেন, ইবলিসের এই চক্রান্ত এর পিছনেও মহান আল্লাহর উইজডম আছে। আমরা সকল কিছু বুঝতে পারি না জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারনে। শয়তানের চক্রান্তের বিরুদ্ধে

পূর্ন শক্তি নিয়োগ করে প্রচেষ্টা চালাতে হবে যেন, রবের পথেই টিকে থাকতে পারে। আল্লাহর পথে টিকে থাকার এই প্রচেষ্টা আল্লাহ যাচাই করেন। এর মাধ্যমে বান্দা রবের আরো নিকটে মর্যাদা পেতে পারে।

আল্লাহ তা ‘আলা সতর্ক করে দিয়ে বলেন--

-وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِيْنٌ,

‘আর শয়তান যেন তোমাদেরকে (আমার অনুসরণ থেকে) বিরত না রাখে। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু’ । সূরা যুখরুফঃ ৪৩/৬২

‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। যে ব্যক্তি শয়তানের অনুসরণ করে, সে তো তাকে নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত তাহ’লে তোমাদের কেউ কখনো পবিত্র হ’তে পারতে না। তবে আল্লাহ যাকে চান তাকে পবিত্র করেন এবং আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন’ (নূর ২৪/২১)।

হে আদম সন্তানেরা (সতর্ক হও)! শয়তান যেনো ধোকা প্রতারণার মাধ্যমে তোমাদের দায়িত্ব কর্তব্য পালন থেকে বিচ্যুত করে) ভুল পথে পরিচালিত করতে না পারে, যেভাবে সে (ধোকা প্রতারণার মাধ্যমে) তোমাদের (আদি) পিতা-মাতাকে জান্নাত থেকে বের করে দিয়েছিল। তাদের পরস্পরকে তাদের গোপন অংগ দেখানোর জন্যে সে তাদের বিবস্ত্র করে দিয়েছিল। সে এবং তার দলবল এমনভাবে (বা এমন স্থান থেকে) তোমাদের দেখতে পায় যেখান থেকে তোমরা তাদের দেখতে পাওনা। আমি শয়তানগুলোকে সেই সব লোকদের অলি (অভিভাবক) বানিয়ে দিয়েছি, যারা ঈমান আনেনা, ঈমানের পথে চলেনা। (সূরা আল আ’রাফ: ২৭)

(হে মানুষ!) শয়তান যেনো (সত্য-সঠিক-সরল পথে চলতে) তোমাদের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে না পারে। জেনে রাখো, সে তোমাদের সুস্পষ্ট শত্রু। (সূরা যুখরুফ : আয়াত ৬২)

শয়তান থেকে আত্মরক্ষায় করনীয়ঃ

মুখতাছার যাদুল মা ‘আদ’ গ্রন্থকার বলেন, শয়তানের সাথে জিহাদ দুই প্রকার :

(১) যেসব সন্দেহের কারণে ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা, শয়তানের সেসব ওয়াসওয়াসার বিরুদ্ধে জিহাদ করা।

(২) যেসব পাপ কাজের জন্য আসক্তি নিক্ষেপ করে, তা প্রতিহত করতে জিহাদ করা। হুযায়ফা (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন,

‘চাটাই বুননের মত ফিৎনা মানুষের অন্তরে এক এক করে (শয়তানের মাধ্যমে) পেশ করা হয়। যে অন্তর তা গ্রহণ করে নেয় সে অন্তরে একটি করে কালো দাগ দেওয়া হয়। আর যে অন্তর তা প্রত্যাখ্যান করে সে অন্তরে একটি করে শুভ্রোজ্জ্বল চিহ্ন পড়ে। এমনি করে অন্তরগুলো দু’ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। একটি উল্টানো কালো কলসির ন্যায় হয়ে যায়। প্রবৃত্তি তার মধ্যে যা উপস্থাপন করে তা ব্যতীত ভাল-মন্দ কিছুই বুঝে না। আর

অপরটি সাদা পাথরের ন্যায়; যতদিন আসমান ও যমীনের স্থায়ীত্ব ততদিন কোন ফিৎনা তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না’ । মুসলিম হা/১৪৪।

দীনের সঠিক ও যথার্থ জ্ঞানার্জন করুন :

রসূলুল্লাহ সা. বলেছেন : فَقِيْهٌ وَاحِدٌ اَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ اَلْفِ عَابِدٍ অর্থ: দীনের সঠিক ও যথার্থ জ্ঞানের অধিকারী একজন সমুঝদার ব্যক্তি শয়তানের জন্যে হাজার (অজ্ঞ) ইবাদতগুজারের চাইতেও ভয়াবহ। (ইবনে মাজাহ)

শয়তান থেকে আত্মরক্ষার জন্য প্রত্যেককে নিজ নিজ অবস্থান থেকে চারিত্রিক ত্রুটিমুক্ত করার প্রচেষ্টায় থাকা।

- পরিপূর্ণরূপে তাহারাত হাসিল করা।
- অহংকার, দাম্ভিকতা ও হঠকারীতা প্রদর্শন থেকে মুক্ত হয়ে মন পবিত্র করা
- সীমালংঘন এবং অবাধ্য মূলক কাজ থেকে দূরে থাকা
- নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে মনে না করা,পূর্ন পূন্য লাভ চলে এসেছে মনে না করা
- যুক্তি বুদ্ধি প্রয়োগ করে নিজে ভুলের উপর অটল থাকার ইচ্ছাকে প্রতিহত করা
- নিজের ভ্রষ্টতার জন্যে আল্লাহকে দায়ী বা অন্যকে দায়ী না করা
- নিজ পর্যালোচনা ও তাওবা ইস্তেগফার করা বেশী বেশী
- আখেরাতে রবের সামনে দাঁড়াতে হবে এটা স্মরন রাখা

শয়তানের প্ররোচনা অনুভব করলেই আল্লাহর আশ্রয় চাইতে হবে -----

যদি কোনো সময় শয়তান তোমাকে উস্কানি দেয় তাহলে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাও। তিনি সবকিছু শুনেন ও জানেন। (আ’ রাফ : ২০০)

رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ

وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ

অর্থ : প্রভু! শয়তানের প্ররোচনা থেকে আমি তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। প্রভু! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি আমার নিকট তাদের (শয়তানদের) উপস্থিতি থেকে। (সূরা আল মুমিনূন : ৯৭-৯৮)

---- শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে বাঁচার জন্য বান্দাগণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তওবা করবেন।

لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ -----

যে ব্যক্তি মাগরিবের সালাতের পর ১০ বার বলবে, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ইউহ্য়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুয়া ‘আলা কুল্লী শাইয়িন কাদীর’ আল্লাহ তা ‘আলা সকাল পর্যন্ত তাকে শয়তান হতে নিরাপত্তা দান করেন, তার জন্য অবশ্যম্ভাবী করার ন্যায় ১০টি পুণ্য লিখে দেন, তার ১০টি ধ্বংসাত্মক গুনাহ মুছে দেন, তার জন্য ১০টি ঈমানদার দাস মুক্ত করার সমপরিমাণ ছওয়াব প্রদান করেন’ ।তিরমিযী হা/৩৫৩৪।

----- <u>সূরা বাক্বারাহ পাঠ</u> : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা নিজেদের ঘর-বাড়িগুলো কবরে পরিণত কর না। যে বাড়িতে সূরা বাক্বারাহ পাঠ করা হয়, অবশ্যই সে বাড়ি থেকে শয়তান পলায়ন করে’ । মুসলিম হা/৭৮০।

------ <u>আয়াতুল কুরসী পাঠ</u> : আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ (সা) যাকাতুল ফিতর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দিলেন। আমি তিন রাত চোর আটক করলাম। বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে সে ২ রাতে ছুটে গেল। তৃতীয় রাতে সে বলল, আমাকে ছেড়ে দাও তোমাকে কিছু বাক্য শিখিয়ে দিব, যা দ্বারা তোমার উপকার হবে। আমি বললাম, সেগুলো কি? সে বলল, যখন তুমি ঘুমাতে যাবে তখন ‘আয়াতুল কুরসী’ পাঠ করবে। তাহ’লে তোমার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে একজন রক্ষক নিযুক্ত করা হয়। আর সকাল পর্যন্ত তার নিকট শয়তান আসতে পারে না। ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট বর্ণনা করার পর তিনি বললেন, হে আবু হুরায়রা। তুমি কি জান সে কে? সে হ’ল চিরমিথ্যাবাদী কিন্তু তোমার সাথে সত্য বলেছে। সে হ’ল শয়তান’ । বুখারী হা/২৩১১।

------<u>সাদাকা করাঃ</u> কায়েস ইবনে আবি গারাযা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

،يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ، إِنَّ الشَّيْطَانَ وَالإِثْمَ يَحْضُرَانِ الْبَيْعَ فَشُوبُوا بَيْعَكُمْ بِالصَّدَقَةِ

‘হে ব্যবসায়ী সমাজ! ব্যবসা ক্ষেত্রে শয়তান ও পাপ এসে উপস্থিত হয়। সুতরাং তোমরা ব্যবসায় (শয়তান ও পাপ মুক্ত করতে) সাদাক্বা জড়িত কর’ । তিরমিযী হা/১২০৮।

অনেকে উক্ত সাতটি স্তরের নির্দিষ্ট নামও উল্লেখ করেছেন; জাহান্নাম, লাযা, হুত্বামাহ, সাঈর, সাক্বার, জাহীম ও হাবিয়াহ। কিন্তু নির্দিষ্টভাবে কোন স্তরের নাম কুরআন-হাদীসে বর্ণিত হয়নি। সুতরাং সঠিক কথা এই যে, উক্ত নামগুলি আমভাবে জাহান্নামেরই নাম। যেমনঃ

১। জাহান্নামঃ এ শব্দটি আল-কুরআনের ৭৭ জায়গায় এসেছে। এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেছেন,

فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ

অর্থাৎ, সুতরাং তোমরা জাহান্নামের দরজাগুলিতে প্রবেশ কর সেথায় চিরস্থায়ী থাকার জন্য। দেখ অহংকারীদের আবাসস্থল কত নিকৃষ্ট। (নাহলঃ ২৯)।

২। লাযাঃ ‘লাযা’ মানে লেলিহান আগুন। মহান আল্লাহ বলেন,

كَلَّا ۖ إِنَّهَا لَظَىٰ (15) نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىٰ (16) تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ (17) وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ (18)

অর্থাৎ, না, কখনই নয়! এটা তো লেলিহান অগ্নি। যা দেহ হতে চামড়া খসিয়ে দেবে। জাহান্নাম ঐ ব্যক্তিকে ডাকবে, যে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। সে সম্পদ পুঞ্জীভূত এবং সংরক্ষিত করে রেখেছিল। (মাআরিজঃ ১৫-১৮)

৩। হুত্বামাহঃ 'হুত্বামাহ' মানে প্রজ্বলিত আগুন। মহান আল্লাহ বলেন,

كَلَّا ۖ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ)4 (وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ)5 (نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ)6 (الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ (7) إِنَّهَا عَلَيْهِم مُّؤْصَدَةٌ)8 (فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ)9

অর্থাৎ, কখনও না, সে অবশ্যই নিক্ষিপ্ত হবে হুত্বামায়। কিসে তোমাকে জানাল, হুত্বামা কি? তা হল আল্লাহর প্রজ্বলিত অগ্নি। যা হৃদয়কে গ্রাস। করবে। নিশ্চয়ই তা তাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে। দীর্ঘায়িত স্তম্ভসমূহে। (হুমাযাহঃ ৪-৯

৪। সাঈরঃ 'সাঈর' মানেও প্রজ্বলিত আগুন। এ নামটিও বহু জায়গায় এসেছে। তার মধ্যে এক জায়গায় মহান আল্লাহ বলেছেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ۚ إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ

অর্থাৎ, শয়তান তোমাদের শত্রু; সুতরাং তাকে শত্রু হিসাবেই গ্রহণ কর। সে তো তার দলবলকে এ জন্য আহবান করে যে, ওরা যেন (সাঈর) জাহান্নামবাসী হয়। (ফাত্বিরঃ ৬)

৫। সাক্বারঃ 'সাক্বার' মানে ঝলসিয়ে দেওয়া, গলিয়ে দেওয়া। মহান আল্লাহ বলেছেন,

يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ

অর্থাৎ, যেদিন তাদেরকে উপুড় করে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে জাহান্নামের দিকে; (সেদিন বলা হবে) সাক্বার (জাহান্নামের) যন্ত্রণা আস্বাদন কর। (কামারঃ ৪৮)।

سَأُصْلِيهِ سَقَرَ)26 (وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ)27 (لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ)28 (لَوَّاحَةٌ لِّلْبَشَرِ)29 (عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ)30(

অর্থাৎ, আমি তাকে নিক্ষেপ করব সাক্বার (জাহান্নামে)। কিসে তোমাকে জানাল, সাক্বার কী? ওটা তাদেরকে (জীবিত অবস্থায় রাখবে না, আর (মৃত অবস্থায়ও) ছেড়ে দেবে না। ওটা দেহের চামড়া দগ্ধ করে দেবে। ওর তত্ত্বাবধানে রয়েছে উনিশ জন প্রহরী। (মুদ্দাসসিরঃ ২৬-৩০)।

فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ)40 (عَنِ الْمُجْرِمِينَ)41 (مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ)42 (قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ)43(وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ)44 (وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ)45 (وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ)46 (حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ)47 (فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ)48(

অর্থাৎ, তারা থাকবে জান্নাতে এবং তারা জিজ্ঞাসাবাদ করবে--- অপরাধীদের সম্পর্কে, তোমাদেরকে কিসে সাক্বার (জাহান্নাম)এ নিক্ষেপ করেছে? তারা বলবে, আমরা নামাযীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম না। আমরা অভাবগ্রস্তদেরকে অন্নদান করতাম না এবং আমরা সমালোচনাকারীদের সাথে সমালোচনায় নিমগ্ন থাকতাম।

আমরা কর্মফল দিবসকে মিথ্যা মনে করতাম। পরিশেষে আমাদের নিকট মৃত্যু আগমন করল। ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন কাজে আসবে না। (ঐঃ ৪০-৪৮)

৬। জাহীমঃ 'জাহীম' মানে কঠিন অগ্নিদাহ। এ নামটিও বহু জায়গায় এসেছে। তার মধ্যে দুই জায়গায় মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

অর্থাৎ, আর যারা অবিশ্বাস করে এবং আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে, তারাই (জাহীম) জাহান্নামের অধিবাসী। (মাইদাহঃ ১০, ৮৬)

৭। হাবিয়াহঃ 'হাবিয়াহ' মানে গভীর গর্ত, পাতাল। মহান আল্লাহ বলেছেন,

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ)8(فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ)9(وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ)10(نَارٌ حَامِيَةٌ)11(

অর্থাৎ, কিন্তু যার পাল্লা হাল্কা হবে, তার স্থান হবে হাবিয়াহ। কিসে তোমাকে জানাল, তা কি? তা অতি উত্তপ্ত অগ্নি। (কারিআহঃ ৮-১১)

- অনেকে 'অইল' বা 'ওয়াইল' কেও জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম গণ্য করেছেন। মহান আল্লাহ বলেছেন, فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ অর্থাৎ, (অইল) দুর্ভোগ সেদিন মিথ্যাশ্রয়ীদের। (তুরঃ ১১)

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ অর্থাৎ, (অইল) ধংস তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়। (মুত্বাফফিফীনঃ ১)

- 'গাই' জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। মহান আল্লাহ বলেছেন,

فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ۖ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

অর্থাৎ, তাদের পর এল অপদার্থ পরবর্তিগণ, তারা নামায নষ্ট করল ও প্রবৃত্তিপরায়ণ হল; সুতরাং তারা অচিরেই অমঙ্গল প্রত্যক্ষ করবে। (মারয়ামঃ ৫৯)

প্রকাশ থাকে যে, গাই' অর্থ ধ্বংস, অমঙ্গল, অশুভ পরিণামও করা হয়েছে। যেমন অইল' -এর অর্থ দুর্ভোগ বা ধ্বংস করা হয়ে থাকে।

জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তর হচ্ছে (এর থেকে আমরা আল্লাহর কাছে পানাহ চাই) যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাণীতে ইঙ্গিত করেছেন যা নু' মান ইবনে বশীর রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "জাহান্নামের সবচেয়ে হালকা শাস্তি ভোগকারীর আযাব হবে তার জুতাদ্বয় ও ফিতাদ্বয় আগুনের। অন্য বর্ণনায় রয়েছে: যার দুই পায়ের তলায় জ্বলন্ত দু' টি অঙ্গার রাখা হবে। এতে করে তার মাথার মগজ ফুটতে থাকবে যেভাবে পাতিল ফুটে। সে মনে করবে যে, তার চেয়ে কঠিন আযাব ভোগকারী কেুউ নেই। অথচ তার আযাব সবার চেয়ে হালকা!"[হাদীসটি বুখারী (৬৫৬২) ও মুসলিম (২১২) বর্ণনা করেন] সহিহ মুসলিমের এক বর্ণনায় নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে যে এই ব্যক্তি হলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচা আবু তালেব। যেহেতু ইসলামের সূচনালগ্নে ইসলাম রক্ষায় তার ভূমিকা ছিল।